প্রয়াস

কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম

CUSTOMS BOND CLUB, CHATTOGRAM

১৯তম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯
উপলক্ষ্যে
কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম-এর

প্রয়াস

উপদেষ্টা | মোঃ আজিজুর রহমান

আহবায়ক | ম. সফিউজ্জামান

সম্পাদনা পর্ষদ | মোহাম্মদ সফিউর রহমান
মোঃ তোফায়েল আহমেদ
মোঃ সাইফুর রহমান
সন্তোষ সরেন
মোঃ তাবাচ্ছুম মুরাদ অপু
জসিমদ্র ত্রিপুরা
মোঃ দুলাল উদ্দীন
সমাপ্তি চাকমা
মোঃ সালা উদ্দিন সোহেল

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মুদ্রণে | সার্ভার স্টেশন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯ ৩২৪৭৫২

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের ১৯ তম আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ উপলক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সম্পৃক্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। ক্রম বিকাশ-মান এ খাতের কর্মকান্ডে এবং উন্নয়নে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রীড়া চর্চা ও সাহিত্য চর্চা মানুষের সহজাত সৃষ্টিশীলতা বিকাশের একটি মাধ্যম। কর্মচঞ্চল জীবনের নিরন্তর স্রোতধারায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এ স্মরণিকার মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনাকে আরো বিস্তৃত ও সেবামনস্ক করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রামের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যেগের প্রতি শুভ কামনা রইল।

(মোঃ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি)

সদস্য (গ্রেড-১)
শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সদস্য মহোদয়ের বাণী

১৯ তম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, ২০১৯ উপলক্ষে কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের এই সৃজনশীল উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই উদ্যোগ তাদের শিল্প ও সংস্কৃতিমনার পরিচায়কও বটে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রপ্তানি বাণিজ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামের ভূমিকা অপরিসীম। রপ্তানি খাতের উন্নয়ন বিকাশ ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম তাঁর অংশীজনদের গুণগত সেবা প্রদানের পাশাপাশি বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত কাঁচামালের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে Compliance নিশ্চিতকরণে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনে খেলাধূলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবনে সফলতা লাভের পিছনে কাজ করে সুস্থ ও সুঠাম দেহ। আর এই সুস্থ দেহ গঠনের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য।

কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের জন্য স্মরণিকা কমিটি ও ১৯ তম আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ আয়োজনের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(সুলতান মোঃ ইকবাল)

কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
ও
উপদেষ্টা, কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম

কমিশনারের বাণী

বাংলাদেশ কাস্টমস একাডেমিতে আগামী ০১ ও ০২ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৯তম আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বৃক্ষরাজি আর সবুজ পত্র পল্লবে ছায়াঘেরা আমাদের একাডেমি। বন্দর শহরের যান্ত্রিক কোলাহল আর দ্রুত প্রবাহমান জীবন চাঞ্চল্যের বাইরে এক টুকরো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা। আর এই একাডেমিতেই মিলিত হবে সারা বাংলাদেশের কাস্টমস পরিবারের ক্রীড়ামোদী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। আর এই উপলক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড ক্লাব, চট্টগ্রাম এক স্মরণিকা প্রকাশ করছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

চট্টগ্রাম বিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন সহস্রাধিক শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং চারটি ইপিজেডের সমন্বয়ে গঠিত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম। এ সকল প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বাণিজ্যে তথা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যে অবদান রেখে চলেছে তাতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষকে সুস্থদেহী, সবল ও কর্মক্ষম করে রাখার জন্য বিভিন্ন খেলার প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে শারীরিক সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রসার ঘটলে সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘব করে শরীর ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে জাতি এগিয়ে যেতে পারে নিত্য-নতুন অর্জনের পথে।

দৈনিক কর্মব্যস্ততার মাঝেও যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে এবং যারা লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সবার জন্য শুভ কামনা।

মোঃ আজিজুর রহমান

আহ্বায়ক,
স্যুভেনির প্রকাশনা কমিটি
ও
অতিরিক্ত কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

আহবায়কের বাণী

বিগত বছরগুলোর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আবারো বাংলাদেশ কাস্টমস ক্রীড়া পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯। আর এই আয়োজন উপলক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড ক্লাব একটি স্মরনিকা প্রকাশ করছে।

সারা বছর চলমান রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ক্রীড়ামোদী কাস্টমস পরিবারের খেলোয়াড়দের দুর্নিবার মানসিক ইচ্ছা ও আনন্দের উচ্ছলতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্যগত বহিঃপ্রকাশ হলো আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খেলাধুলা মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টির অনন্য আধার। তাই নিরানন্দ কাজের ঘূর্ণায়মান চাকাকে বেগবান করতে, মানসিক চাপ লাঘব করতে সাহায্য করে খেলাধূলা।

সুবিশাল এই আয়োজন সম্পন্ন করতে যে সকল কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপকমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এই স্মরণিকাকে লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদেরকেও অভিনন্দন। যারা বিজ্ঞাপন প্রদান করেছেন তাদেরকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এই স্বরনিকা প্রকাশের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি। যদি মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি থাকে আশা করি সকলে বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সকলকে নিমন্ত্রণ এই আয়োজনে।

(ম. সফিউজ্জামান)

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম-এ

যে সকল কমিশনারবৃন্দ দায়িত্বরত ছিলেন

মোঃ জামাল হোসেন
০২/১১/২০১১ হতে ১৮/১২/২০১২

ড. আব্দুল মান্নান শিকদার
১৯/১২/২০১২ হতে ১২/০৪/২০১৫

মোঃ শফিকুল ইসলাম
১৫/০৪/২০১৫ হতে ০৪/০৮/২০১৬

মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর
০৪/০৮/২০১৬ হতে ০৩/১২/২০১৭

মোঃ আজিজুর রহমান
০৩/১২/২০১৭ হতে অদ্যাবধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৪২, এম.এম.আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
ওয়েবসাইট ঃ www.cbcctg.gov.bd

বন্ডেড ওয়্যার হাউস ব্যবস্থাপনা

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বন্ড কমিশনারেট। ২৫/০৩/২০০১ খ্রিঃ তারিখে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, আঞ্চলিক কার্যালয় হিসেবে চট্টগ্রামের কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বৃহত্তম শিল্প নগরী চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের প্রয়োজনের তাগিদে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে পূর্ণাঙ্গ কমিশনারেট হিসেবে রূপ লাভ করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, রপ্তানিকে বেগবান ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার রপ্তানিকারকদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দিয়ে থাকে। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৩ এবং ধারা ৮৪-১১৯ এর আওতায় কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাস্টমস ওয়্যার হাউস ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, স্থায়ী আদেশ ও কাস্টমস বন্ড কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশাবলী আইন ও বিধির পাশাপাশি সমভাবে প্রযোজ্য।

০২। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর দুটি কার্যালয় রয়েছে, যথা- (১) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা ও (২) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪২, এম. এম. আলী রোড, লালখাঁন বাজার, চট্টগ্রাম। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা ভ্যাট কমিশনারেট তাদের অধিক্ষেত্রাধীণ বন্ডেড ওয়্যার হাউস নিয়ন্ত্রয়ন করে থাকেন।

০৩। বন্ডেড ওয়্যার হাউসের প্রকারভেদ

ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন, ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ও রপ্তানির ধরন ভেদে মূলতঃ দু ধরণের বন্ডেড ওয়্যার হাউস রয়েছে। যথাঃ (i) স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস (SBW) ও (ii) জেনারেল বন্ডেড ওয়্যার হাউস (GBW)।

(i) স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস (SBW)ঃ ১০০% রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ওভেন গার্মেন্টস, নীট গার্মেন্টস ও সুয়েটার।

(ii) জেনারেল বন্ডেড ওয়্যার হাউস (GBW)ঃ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্যান্য শতভাগ (১০০%) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জেনারেল বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্স দেয়া হয়ে থাকে। জেনারেল বন্ডেড ওয়্যার হাউসের মধ্যে ৭(সাত) প্রকারের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা ঃ

- শতভাগ (১০০%) রপ্তানিমুখী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান (প্যাকিং/কার্টুন, লেভেল, পলিব্যাগ, হ্যাংগার, জিপার, বাটন, প্যাডিং ইত্যাদি উৎপাদনকারী বা এক্সেসরিজ শিল্প);
- শতভাগ (১০০%) রপ্তানিমুখী ট্যানারী এবং চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান;
- শতভাগ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প;
- হোম কনজাম্পশন বন্ডেড ওয়্যার হাউস;
- ডিপ্লোমেটিক বন্ড;
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (EPZ) এর বন্ড প্রতিষ্ঠান এবং
- শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রচ্ছন্ন টু প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান।

০৪। বন্ডেড ওয়্যার হাউস পরিচালনা

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট বন্ডেড ওয়্যার হাউস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। যথাঃ

- বন্ড লাইসেন্স ইস্যু
- শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রচ্ছন্ন বন্ড লাইসেন্স নবায়ন
- শতভাগ রপ্তানিমুখী পোষাক ও নীট পোষাকের বন্ড লাইসেন্স অটো নবায়ন
- বন্ড লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তন
- কারখানা স্থানান্তরের আবেদন অনুমোদন
- জেনারেল বন্ড সম্পাদন
- বাৎসরিক অডিট
- স্থায়ী আন্তঃ বন্ড স্থানান্তর
- আমদানি পণ্য খালাসের অনাপত্তি পত্র (জেনারেল বন্ডের মেয়াদ না থাকলে)
- ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এর ক্ষেত্রে)
- ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ (সরাসরি রপ্তানিকারক এর ক্ষেত্রে)
- নতুন ফরমেটে বন্ড লাইসেন্স জারীকরণ
- লিয়েন ব্যাংক সংযোজন
- লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন
- লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন
- অফিস ঠিকানা পরিবর্তন
- মেশিনারীজ স্থাপন/সংযোজন (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)
- বন্ড লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল সংযোজন
- ওভেন ও নীট কাপড় দ্বারা সেট তৈরী
- বন্ড সংক্রান্ত দলিলাদিতে স্বাক্ষর
- কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি
- শতভাগ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড ব্যবস্থাপনা
- বিদ্যমান বন্ড সুবিধার Continuation & Extension
- শতভাগ রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের জন্য ঋনপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত ০৪(চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্ডের আওতায় খালাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি
- বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত/ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঁচামালের শুল্ক কর মওকুফ
- বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মাবলীর আইনানুগ ব্যবস্থাপনা
- কারখানা সম্প্রসারণ
- বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাপড়/সুতা সমন্বয়করণ

০৫। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত কার্যাবলী কতটা দ্রুততার সাথে স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করতে পারে তার উপর সরকারের ভাবমূর্তি বহুলাংশে নির্ভর করে কারণ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ২২,০০০(বাইশ হাজার) এর বেশী রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের প্রত্যেকটির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতিপালন ও দাখিল করতে হয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাগজপত্র। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য কি কি কাগজপত্র বা দলিলাদি দাখিল করতে হবে বা কোন কোন আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে, সে সম্পর্কে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (বন্ড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) এবং সেবা গ্রহণকারীগণেরও অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ধারনা থাকেনা। ফলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার বিড়ম্বনার। যেমনঃ

- কার্যক্রম সম্পদনে বিলম্ব
- সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী এর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও

- একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত; ইত্যাদি

কোন প্রকার কাজের জন্য কি ধরনের দলিলাদি দরকার তা স্পষ্টিকরণ করা হলে এবং সে সম্পর্কে শুল্ক কর্মকর্তাগণ ও বন্ডারগণ অবহিত থাকলে দ্রুততার সময়ে স্বচ্ছতার সাথে সেবা প্রদান সম্ভব। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সম্বলিত অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। উক্ত অফিস আদেশটি সংকলিত আকারে উপস্থাপন করা হলো। একই সাথে কাস্টমস বন্ডেড ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ ও অফিস আদেশ সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো।

৫.১ (ক)। বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি (ইপিজেড ব্যতীত)

নতুন বন্ড লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলাদি কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম (অতঃপর কমিশনার বলে অভিহিত) বরাবরে দাখিল করতে হবেঃ

- ২০/- (বিশ টাকা মাত্র) টাকা মূল্যের কোট ফি সহ ডাটাবেইজ ফরমে আবেদন
- বিনিয়োগ বোর্ড (BOI)/BSCIC/বস্ত্র দপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট
- কোম্পানীর টিআইএন সনদসহ সকল পরিচালক/মালিকের আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্পদ বিবরনী (আই-টি-১০বি) এর সার্টিফাইড কপি
- হালনাগাদ নবায়িত ট্রেড লাইসেন্সের কপি
- হালনাগাদ নবায়িত ফায়ার লাইসেন্সের কপি
- মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্র
- সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত
- বয়লার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন এর মূল কপি এবং সার্টিফিকেট অব ইন কর্পোরেশন সনদপত্র
- মেশিনারীজ আমদানির ক্ষেত্রে ইনভয়েস ও বি/ই, স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি
- এমোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুতকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যার হাউসের ২(দুই) কপি নীল নকশা
- নোটারীকৃত কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র
- ব্যবসা পরিচালনাকালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি বিধান মেনে চলার অঙ্গীকারসহ ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা
- হালনাগাদ নবায়িত আইআরসি ও ইআরসি
- লাইসেন্স ফি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং লাইসেন্স ফি এর উপর মূসক ১৫% বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের মূল ট্রেজারী চালান
- ১/২/৩ কোটি টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জেনারেল বন্ড সম্পাদনের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে মর্মে লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র
- ২০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ১/২/৩ কোটি টাকার (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) জেনারেল বন্ড (প্রতিষ্ঠানের সকল পরিচালকগণের স্বাক্ষর ও লিয়েন ব্যাংকের স্বাক্ষর সম্বলিত)
- বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর লক্ষ্যে দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিক মর্মে ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা
- মালিক/পরিচালকগণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা
- মালিক/পরিচালকগণের জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের কপি
- কাস্টমস সংক্রান্ত দলিলাদিতে স্বাক্ষর প্রদান সংক্রান্ত ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা

৫.১ (খ)। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবশ্যিক দলিলাদি (ইপিজেড এর জন্য)

(ক) সাময়িক বন্ড লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে ইপিজেড (EPZ) সমূহে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে সাময়িক বন্ড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলাদি কমিশনার বরাবরে দাখিল করতে হয় ঃ

- ২০/- (বিশ টাকা মাত্র) টাকা মূল্যের কোর্ট ফিসহ ডাটাবেইজ ফরমে আবেদন
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন
- ১/২/৩ কোটি টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জেনারেল বন্ড সম্পাদনের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে মর্মে লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র
- মুল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্র
- লাইসেন্স ফি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং লাইসেন্স ফি এর উপর ১৫% হারে মূসক বাবদ সরকারী রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের স্বপক্ষে ট্রেজারী চালানের কপি
- প্রজেক্ট প্রোফাইল
- আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহীতব্য মেশিনারীজ এর তালিকা
- এমোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুতকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ২(দুই) কপি নীল নকশা
- হালনাগাদ নবায়িত ট্রেড লাইসেন্স
- লিয়েন ব্যাংক সংক্রান্ত ঘোষণা
- কোম্পানির টিআইএন সনদসহ সকল পরিচালক/মালিকের আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্পদ বিবরনী (আই-টি-১০বি)
- ওয়ার্ক পারমিট (বিদেশীদের জন্য)
- বেপজা এর সাথে সম্পাদিত লীজ এগ্রিমেন্ট এবং পজেশন হ্যান্ড ওভার সার্টিফিকেট
- সাময়িক বন্ড লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে বেপজার সুপারিশ পত্র
- প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং ছবি ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত
- এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট (বিদেশীদের ক্ষেত্রে)

সাময়িক বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিপালনীয় শর্তাবলীঃ

- প্রদত্ত সাময়িক বন্ড রেজিস্ট্রেমন এর আওতায় শুধু এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কন্সট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ও মেশিনারীজ আমদানি করা যাবে
- মেশিনারিজ আমদানির পর কারখানায় স্থাপন করে এ দপ্তরকে অবহিত করতে হবে;
- প্রতিটি মেশিনের কার্যক্রম, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিষয়ে একটি ঘোষনা এ দপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(খ) স্থায়ী বন্ড লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে

সাময়িক বন্ড লাইসেন্স এর শর্ত পালন সাপেক্ষে স্থায়ী বন্ড লাইসেন্স এর জন্য নীচে উল্লিখিত দলিলাদি আবশ্যকঃ

- হালনাগাদ নবায়িত ফায়ার লাইসেন্স এর কপি
- সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/বেপজার সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- বয়লার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- মেশিনারীজ আমদানির ক্ষেত্রে ইনভয়েস ও বি/ই, স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি
- ব্যবসা পরিচালনাকালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকারসহ ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা
- ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ১/২/৩ কোটি টাকার (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) জেনারেল বন্ড (প্রতিষ্ঠানের সকল পরিচালকগণের স্বাক্ষর ও লিয়েন ব্যাংকের স্বাক্ষরসম্বলিত)
- বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর লক্ষ্যে দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিক মর্মে ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা

- মালিক/পরিচালকগণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা
- মালিক পরিচালকগণের জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের কপি
- কাস্টমস সংক্রান্ত দলিলাদিতে স্বাক্ষর প্রদান সংক্রান্ত ৩০০/- নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা

৫.২। শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন

বন্ড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে দাখিলযোগ্য দলিলাদি;

- নবায়নের আবেদনপত্র;
- নবায়ন ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকার ট্রেজারী চালান;
- অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত বার্ষিক অডিট রিপোর্টের কপি;
- হালনাগাদ পরিদর্শন প্রতিবেদন;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা;
- নির্ধারিত ছকে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত বার্ষিক আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের বিবরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমেটে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত নিরীক্ষা মেয়াদের পিআরসি;
- ইউপি, ইউডি, বিবিএলসি, পিআই, মূসক চালান;
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন দায়-দেনা আছে কিনা ঘোষনাপত্র;
- সর্বশেষ কর বছরের আয়কর রির্টার্ন দাখিলের সনদপত্র;
- ট্রেড লাইসেন্সের কপি;
- বাড়িভাড়ার চুক্তিনামা ও বাড়ী ভাড়ার উপর ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণপত্র/ট্রেজারী চালান;
- ইপিজেড এর সাথে আমদানি রপ্তানি ঘোষণা;
- লিয়েন ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক দিয়ে আমদানি রপ্তানি হয়েছে কিনা তার ঘোষনা;

৫.৩। জেনারেল বন্ড সম্পাদন

জেনারেল বন্ড সম্পাদন এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কাঁচামাল আমদানি, গুদামজাত-করণ, ব্যবহার ও রপ্তানি করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে জেনারেল বন্ডের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

- প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১(এক) কোটি টাকা;
- যুগপৎ প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য ২(দুই) কোটি টাকা;
- সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩(তিন) কোটি টাকা; এবং
- ডিপ্লোমেটিক, ডিউটি ফ্রি এবং ডিউটি পেইড প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩(তিন) কোটি টাকা।

২০০০/- (দুই হাজার) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১২ অনুসরণে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বন্ড পরিচালকদের স্বাক্ষরে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত থাকবে। এইরূপ বন্ডসহ আবেদন প্রাপ্তির পর নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন থাকলে ১(এক) বছরের জন্য জেনারেল বন্ড এবং সরাসরি রপ্তানিকারক (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ৩(তিন) বছর মেয়াদী এবং জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪(চার) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করা যাবে, যথাঃ-

- যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) কার্যক্রম হালনাগাদ আছে;
- অডিট (Audit) সংক্রান্ত সমুদয় দলিল জমা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অডিট (Audit) কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহযোগিতা ছিল না এরূপ ক্ষেত্রে (Audit) দু'বছর বাকী থাকলে;
- গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর (Audit) সম্পন্ন রয়েছে, কিন্তু অডিট (Audit) এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাস সময়ের জন্য সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাবে। অডিট (Audit) এর জন্য সমুদয় দলিলাদি উক্ত ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও

২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে।

উল্লেখ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জেনারেল বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১০(দশ) দিন পূর্বে নতুন জেনারেল বন্ডের জন্য আবেদন দাখিল করা যাবে।

৫.৪। মালিকানা পরিবর্তন

মালিকানা পরিবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ কমিশনার বরাবরে আবেদন করতে হবে;

- মালিকানা পরিবর্তন বিষয়ে কোম্পানীর বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত;
- বিনিয়োগ বোর্ড/বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পরিবর্তিত মালিকানা কাঠামো ;
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানী অনুমোদিত ফরম-১২ ও ১১৭;
- ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারীকৃত ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত নতুন মালিকগণের নাম, পিতার নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ছবি, পূর্বের এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত দায়-দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা;
- নতুন আগত পরিচালকদের জাতীয়তা সনদপত্র অথবা পাসপোর্টের কপি;
- লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ব্যাংক কর্তৃক নতুন মালিকদের বন্ড সম্পাদনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র;
- নতুন মালিকগণ কর্তৃক ২০০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ০৩(তিন) কোটি টাকার জেনারেল বন্ড (ধারা ৮৬ অনুযায়ী); এবং
- মেয়াদ থাকলে জেনারেল বন্ডের প্রতিস্থাপন, মেয়াদ না থাকলে নতুন জেনারেল বন্ড ইস্যুকরণ।

৫.৫। কারখানা স্থানান্তর ঃ

বর্তমান স্থান হতে অন্যত্র কারখানা স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ দলিলাদিসহ কমিশনার বরাবর আবেদন করা যাবে;

- কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি ;
- লে-আউট-প্ল্যান এবং কারখানার অনুমোদিত নীল নকশা;
- ট্রেড লাইসেন্স;
- সংশ্লিষ্ট সমিতি অথবা চেম্বারের সুপারিশপত্র; এবং
- লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র।
- কারখানা স্থানান্তরকালে মেশিনারীজ, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব বন্ডার বহন করবেন মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা

উল্লিখিত দলিলাদিসহ আবেদন পাওয়ার ৭(সাত) দিনের মধ্যে কারখানা সাময়িক স্থানান্তরের অনুমোদন দেওয়া হবে। সাময়িক স্থানান্তর অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০২(দুই) মাসের মধ্যে কারখানা চুড়ান্ত স্থানান্তরপূর্বক নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ আবেদন করে চুড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন নিতে হবেঃ

- নতুন ঠিকানা সংবলিত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কপি ;
- নতুন ঠিকানা সংবলিত আইআরসি ও ইআরসির কপি ;
- নতুন ঠিকানা সংবলিত আয়কর সনদপত্রের কপি ;
- বিনিয়োগ বোর্ডের সংশোধিত নিবন্ধন পত্রের কপি;
- নতুন ঠিকানায় ফায়ার লাইসেন্সের কপি; এবং
- নতুন ঠিকানায় বিদ্যুৎ অথবা জেনারেটর সংযোগ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

উল্লিখিত দলিলাদি দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনে দলিলাদি এবং স্থাপনা যথাযথ থাকলে চুড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হবে।

৫.৬। লিয়েন ব্যাংক সংযোজন

এক্ষেত্রে দাখিলযোগ্য দলিলাদি:

- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন;
- সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র;

৫.৭। লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন

এক্ষেত্রে নিম্নের দলিলাদি দাখিলযোগ্য:

- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;
- বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংক অথবা শাখা ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র;
- নতুন সংযোজিত লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র।

৫.৮। লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন

এক্ষেত্রে ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখপূর্বক আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

৫.৯। অফিস ঠিকানা পরিবর্তন

অফিসের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত দলিলাদি আবশ্যক

- অফিস ঠিকানা পরিবর্তনের লেটার প্যাডে আবেদনপত্র;
- সংশ্লিষ্ট সমিতির সুপারিশপত্র;
- বাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা নিজস্ব হলে ভবনের মালিকানা দলিল

৫.১০। মেশিনারীজ স্থাপন/সংযোজন (প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)

আলোচ্য ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি প্রয়োজন:

- আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের আমদানি/ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি যথাঃ বি/ই, এলসি, ইনভয়েস, বিএল/ এয়ারওয়ে বিল/ ট্রাক চালান, মূসক চালান-১১ এর কপি;
- মেশিনারীজ স্থাপনের ঘোষণাপত্র;
- মেশিনারীজের ক্যাটালগ;

সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যদার নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা উল্লিখিত দলিলাদি যাচাই এবং কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মেশিনারীজের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা ও সুপারিনটেনডেন্ট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী নতুন মেশিনারীজ বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভূক্তির আদেশ দেয়া হবে এবং নতুন মেশিনের প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে।

৫.১১। কারখানা সম্প্রসারণ

- সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্রণীত সংশোধিত নীল নকশা;
- কারখানা ভবনের চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের কপি;
- সমিতির সুপারিশ।

আবেদন পাওয়ার পর সরেজমিনে যাচাইয়ে কারখানা ভবন সঠিক পাওয়া গেলে তা অনুমোদন দেয়া হবে।

৫.১২। বন্ড লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল সংযোজন

বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সেধারী প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল সংযোজন করতে চাইলে বিনিয়োগ বোর্ড/ ইপিজেড এর সুপারিশসহ কোম্পানীর প্যাডে কাঁচামালের নাম ও এইচএস কোড উল্লেখপূর্বক বন্ড কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ড অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক উক্ত কাঁচামালের ব্যবহার সরেজমিনে যাচাইপূর্বক সুপারিশ করা হলে সে মোতাবেক কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ওভেন/ নীট/ সুয়েটার প্রস্তুতকারক কর্তৃক আংশিক নীট/ আংশিক ওভেন/ আংশিক সুয়েটার পোশাক সংযুক্তিপূর্বক সেট তৈরী করে রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হবে।

- বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ কর্তৃক এ বিষয়ে ইস্যুকৃত ইউডি এর কপি
- সাব কন্ট্রাক্ট এর দলিল অথবা চুক্তিনামা
- ক্ষেত্র বিশেষ ঋনপত্রের কপি
- প্রোফরমা ইনভয়েস (পিআই) অথবা ইনভয়েস এবং
- প্রদত্ত সুবিধার যথাযথ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে যাবতীয় আইনগত দায় দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান। রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনায় রপ্তানি প্রতিষ্ঠিত হলে অঙ্গীকারনামাটি অবমুক্ত করা হবে।

৫.১৩। কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি

সমিতি কর্তৃক কাঁচামালের গুণগতমান সম্পর্কে সুপারিশসহ আবেদন। উক্ত সুপারিশ পাওয়ার পর বন্ড অফিসার সরেজমিনে পরিদর্শন করে কাঁচামালের মজুদ ও গুণাগুণ যাচাই করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে জারীকৃত ফরম্যাটে এ প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনের আলোকে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন-৯৮ অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারী করা হবে।

৫.১৪। বন্ড সংক্রান্ত দলিলাদিতে স্বাক্ষর

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদেও বোর্ডমিটিংয়ের সিদ্ধান্তের কপি
- যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরসহ আবেদন এবং প্রত্যয়ন

৫.১৫। বার্ষিক অডিট বা নিরীক্ষা

অডিট এর জন্য বন্ডার কর্তৃক দাখিলযোগ্য দলিলাদি নিম্নরূপঃ

- নির্ধারিত ছকে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত বার্ষিক আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের বিবরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ফরমেটে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত নিরীক্ষা মেয়াদের পিআরসি;
- স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের বিবরণ (যদি থাকে);
- পাস বই;
- নিরীক্ষা মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের এলসি (MLC/BBLC) বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান;
- নিরীক্ষা মেয়াদে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিল অব এক্সপোর্ট, ইনভয়েস/ইনডেন্ট, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সংগ্রহ করে নিবে), ইউডি/ রপ্তানি আদেশসমূহের মূল কপি ও ইএক্সপি ইত্যাদি;
- বিজিএমইএ, বিকেএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত ইউডি সংক্রান্ত বিবরণী/সার সংক্ষেপসহ প্রত্যয়নপত্র;
- লিয়েন ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক দিয়ে আমদানি-রপ্তানি হয়নি মর্মে ঘোষনাপত্র;
- ইপিজেড এর সাথে আমদানি রপ্তানি হয়েছে কীনা এ বিষয়ে কোম্পানীর নিজস্ব প্যাডে ঘোষনাপত্র;

উল্লিখিত দলিলাদির ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট নির্ধারিত ফরমেটে অডিট সম্পন্ন করবে।

৫.১৬। স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর

স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের জন্য আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিলযোগ্য;

- যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র;
- কাঁচামাল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানির দলিলাদি, যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, ইনভয়েস, বিএল/ এয়ারওয়ে বিল/ ট্রাক চালানের কপি, বি/ই, ইউডির কপি;
- লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র ;
- কাঁচামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস, ইউডি, ক্রয় আদেশের কপি;
- স্থায়ী আন্ত বন্ড স্থানান্তরতব্য কাঁচামালের নমুনা ;
- বিজিএমইএ/ বিকেএমই এর সুপারিশ; এবং
- স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব আন্তবন্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহনের রিস্ক বন্ড। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তে স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর অনুমোদন দেয়া যাবে।

শর্তসমূহ

- যে কাস্টম হাউস/স্টেশনের মাধ্যমে স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল আমদানি হয়েছে সে কাস্টম হাউস/স্টেশনে বা নিকটতম কাস্টম হাউসে রক্ষিত উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশ বইয়ে অথবা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে রক্ষিত বন্ড রেজিস্টারে উক্ত স্থানান্তরের তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতে হবে; এবং
- স্থানান্তরতব্য পণ্য রপ্তানির সপক্ষে পিআরসি সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বন্ড কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে;

৫.১৭। বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাপড়/ সুতা সমন্বয়করণ

বন্ডিং মেয়াদ কাপড়/ সুতা ব্যবহার করে রপ্তানির ক্ষেত্রে কাপড়/ সুতার মেয়াদ বৃদ্ধি ও অডিটে সমন্বয়করণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দাখিল করতে হবে।

- আমদানি সংক্রান্ত সকল দলিল
- রপ্তানি সংক্রান্ত সকল বিল অব এক্সপোর্ট, ইনভয়েস অথবা প্রোফরমা ইনভয়েস অথবা ইনডেন্ট, বিএল/ এয়ারওয়ে বিল/ ট্রাক চালান, ইউডির কপি, পাশ বই, ইজিএম, ইএক্সপি ও পিআরসি
- সমিতির সুপারিশ দাখিলকৃত দলিলাদি ও তথ্যাদি পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে সমন্বয়করণের জন্য আদেশ দেওয়া হবে।

০৬। সরকারী রাজস্ব আহরণে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামের অবদান ঃ

পূর্ণাঙ্গ কমিশনারেট হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, বরাবরই সরকারী রাজস্ব আহরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। বিগত ৩(তিন) বছরের রাজস্ব আহরণের তথ্য চিত্র নিম্নে ছকে তুলে ধরা হলো ঃ-

ক্রঃ নং	অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের পার্থক্য
১	২০১৫-১৬	৩৯০.০০ কোটি টাকা	৩৯৬.৯৪ কোটি টাকা	৬.৯৪ কোটি টাকা বেশী আদায়
২	২০১৬-১৭	৫৬০.০০০ কোটি টাকা	৩১৭.৮৬ কোটি টাকা	২৪২.১৪ কোটি টাকা কম আদায়
৩	২০১৭-১৮	৩৬৬.২২ কোটি টাকা	৪০২.০৫ কোটি টাকা	৩৫.৮৩ কোটি টাকা বেশী আদায়

০৭। রাজস্ব আহরণ ও রাজস্ব সুরক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা
- রাজস্ব ফাঁকি রোধে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার
- অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন
- গণশুনানী গ্রহণ
- নিবারণী তৎপরতা বৃদ্ধি
- বন্ড প্রতিষ্ঠানসমূহের জরিপ
- মামলা নিস্পত্তিতে তৎপরতা
- বকেয়া রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদার করণ
- অফিস ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ও বন্ড এলাকাসমূহের পূণর্বিন্যাস
- ইন হাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন
- নিয়মিত রাজস্ব সভা আয়োজন

০৮। উপসংহারঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ সফলভাবে বাস্তবায়নে যথাযথভাবে রাজস্ব সুরক্ষা ও রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই।একই সাথে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম Revenue Leakage ও বন্ড সুবিধার অপব্যবহার প্রতিরোধে অধিকতর গতিশীল থেকে Enforcement কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনদের গুনগত সেবা প্রদানের পাশাপাশি বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত কাঁচামালের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর Compliance নিশ্চিতকরণে ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

Developing Country Status:

A new identity for Bangladesh

The UN Committee for development policy (CDP) gave a letter announcing Bangladesh eligibility for graduation to the Bangladesh permanent Ambassador to the UN. This begins the graduation process for Bangladesh which could receive officially developing country status by 2024. According to the UN website, Bangladesh met the requirements in March, 2018. Bangladesh has been on the UN least Developed Country (LDC) list since 1975.

Graduation depends upon meeting eligibility criteria scores in Gross National Income (GNI) per capita, the Human Assets Index (HAI) and the Economic Vulnerability Index (EVI) and other country specific information.

The scores required for graduation from the LDC category to Developing Countries as below:

SL No	Category	Requirements	Bangladesh Scores
01	Gross National Income (GNI) Per Capita	$1230 or above	$1610 (BBS data) $1274 (UN data)
02	Human Assets Index (HAI)	66 or above	73.2 (UN report)
03	Economic Vulnerability Index (EVI)	32 or below	25.2 (UN report)

Gross national income (GNI) per capita

The GNI per capita figure used for the triennial review is a three -year annual average. For the 2018 review, averages for the period 2014–2016 were used. National currencies are converted into United States dollars using the World Bank Atlas method, which uses three-year averages of market exchange rates to reduce the impact of exchange rate volatility.

The inclusion threshold for the income criterion is set at the 2014–2016 average of the low-income threshold established by the World Bank, which is $1,025. The income graduation threshold is set at 20 per cent above the inclusion threshold, that is, $1,230.

Human assets index (HAI)

The human assets index includes indicators related to a country's status in the areas of health and education. The index currently consists of the following five indicators, with the numbers in brackets denoting the weight of each component in the overall index.

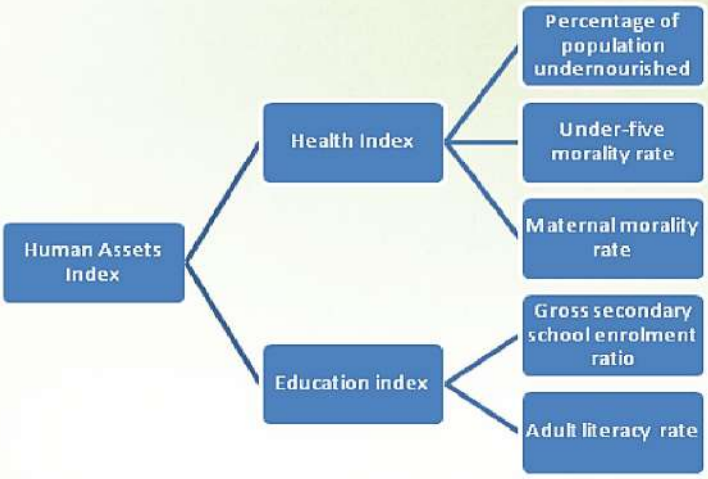

Figure I: Composition of The Human Assets Index

Economic vulnerability index (EVI)

The economic vulnerability index measures the structural vulnerability of countries to economic shocks, in particular trade, and to environmental shocks. It is a structured index, consisting of two main sub-indices. One reflects exposure to shocks; the other measures the impact of such shocks. The current structure and composition of economic vulnerability index is indicated below (see figure II), with numbers in brackets denoting the weight of components in the overall economic vulnerability index.

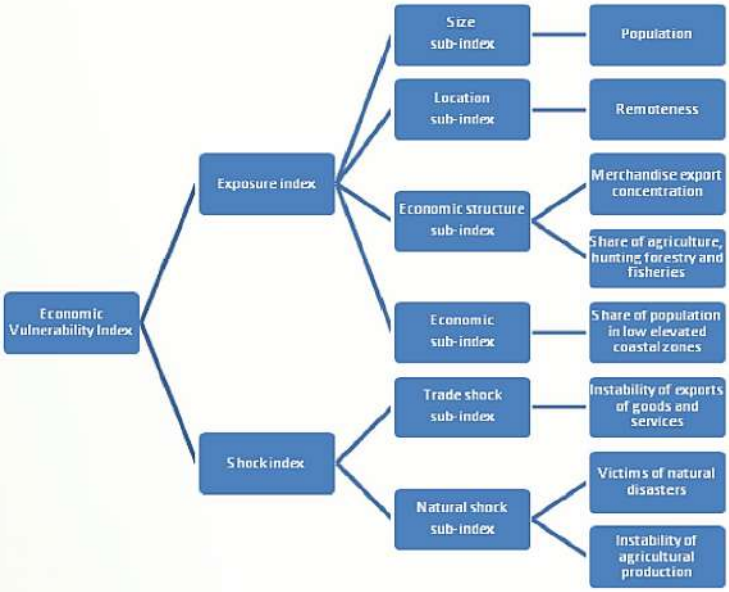

Figure II: Composition of The Economic Vulnerability Index

Country profile: Bangladesh

LDC status (Least developing countries) — Inclusion: 1975
Graduation as developing country status — CDP report: 2018

Gross national income (GNI) per capita
Value: $1,274
Thresholds for
Graduation: $1,230 or above

Human assets index (HAI)
Value: 73.2
Thresholds for
Graduation: 66.0 or above
HAI indicators
Under-five mortality rate
Value: 34.2
Index: 59.5
Gross secondary school enrolment ratio
Value: 63.5
Index: 85.3

Percentage of population undernourished
Value: 15.1
Index: 83.2
Adult literacy rate
Value: 72.8
Index: 63.7
Maternal mortality rate
Value: 176
Index: 85.7

Economic vulnerability index (EVI)
Value: 25.2
Thresholds for
Graduation: 32.0 or below
EVI indicators
Population
Value: 162,951,560
Index: 0.0
Share of population in low elevated coastal zones
Value: 8.9
Index: 25.5
Remoteness
Value: 38.5
Index: 35.7
Instability of exports of goods and services
Value: 7.1
Index: 7.0
Merchandise export concentration
Value: 0.41
Index: 36.0
Victims of natural disasters
Value: 3.973
Index: 87.9
Share of agriculture, forestry and fishing in GDP
Value: 15.4
Index: 24.4
Instability of agricultural production
Value: 3.1
Index: 8.6

LEAST DEVELOPED COUNTRIES

List of Least Developed Countries and Year of Inclusion (as of December 2018)

Country	Year of inclusion
Afghanistan	1971
Angola	1994
Bangladesh*	1975
Benin	1971
Bhutan	1971
Burkina Faso	1971
Burundi	1971
Cambodia	1990
Central African Republic	1975
Chad	1971
Comoros	1977
Democratic Republic of the Congo	1991
Djibouti	1982
Eritrea	1994
Ethiopia	1971
Gambia	1975
Guinea	1971
Guinea-Bissau	1981
Haiti	1971
Kiribati	1986
Lao People's Democratic Republic	1971
Lesotho	1971
Liberia	1990
Madagascar	1991

Country	Year of inclusion
Malawi	1971
Mali	1971
Mauritania	1986
Mozambique	1988
Myanmar	1987
Nepal	1971
Niger	1971
Rwanda	1971
Tomé and Príncipe	1982
Senegal	2000
Sierra Leone	1982
Solomon Islands	1991
Somalia	1971
South Sudan	1971
Sudan	1971
Timor-Leste	2003
Togo	1982
Tuvalu	1986
Uganda	1971
United Republic of Tanzania	1971
Vanuatu	1985
Yemen	1971
Zambia	1991

* Bangladesh has graduated from LDC category to developing country status in March 2018.

African LDCs and Haiti: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, the Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, the Sudan, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia.

Asian LDCs: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nepal, Yemen.

Island LDCs: the Comoros, Kiribati, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu.

Masud Bin Momen permanent representative of Bangladesh receiving the graduation letter for Bangladesh as developing country status.

If Bangladesh be a developing country by 2024 then she will face the criteria below:

PROS	CONS
Bangladesh's importance expected to increase in international arena	Interest rates on loans will increase
Economic risks to be mitigated	Grace periods will be reduced or eliminated
Chances of foreign investment to be boosted	Loan repayment windows will be shortened
Access to loans from international agencies to be easier	Export market may shrink to some extent
	Various duty facilities might come to an end

Opportunities

This graduation will bring a lot of opportunities for Bangladesh and quite a few challenges as well. There will be benefits but there will be costs to pay also. Overcoming these challenges is critical for a smooth graduation process.

The new status will help in branding Bangladesh. Investors will be interested to invest in the country given its strength in certain areas such as the size of its Gross Domestic Product (GDP), exports and population compared to other LDCs. These will help Bangladesh's credit worthiness which is reflected through better credit rating. Bangladesh will have more opportunities for taking commercial loans from the international market at a competitive interest rate. Such branding will help it mobilise resources from the global market through sovereign bond. The private sector will also have the opportunity to generate capital from the global financial market.

Challenges for Bangladesh as a developing country

Economists say Bangladesh will have to face a number of challenges after shedding its LDC status. Failures to meet the challenges will give rise to fears that Bangladesh will lag behind. They say internal social and political problems have to be resolved. Any kind of political and social instability can undermine progress.

Bangladesh's major challenge will be to face "preference erosion" due to the LDC graduation. Bangladesh is entitled to have duty-free access to the European market under the "Everything But Arms" initiative. This is a huge opportunity for the country as more than 60 percent of its export goes to the European market. Except for the apparel exports to the USA, Bangladesh receives duty-free market access for all products in all developed countries. Even some developing countries such as India provide duty-free market access for all products, and China for more than a thousand tariff lines. Due to the graduation, Bangladesh will lose about 8 percent of its total exports because of the imposition of additional tariff on its exports by 6.7 percent without a preferential treatment. A Centre for Policy Dialogue (CPD) study reveals that the loss will be equivalent to USD 2.7 billion.

After graduation in 2024, there will be a grace period of another 3 years when Bangladesh can enjoy all LDC-specific benefits. So there are approximately 10 years for the country to prepare itself to start the new journey.

Bangladesh needs to prepare for a smooth graduation by taking into account a few issues:

First, the overall capability of the economy has to be improved. This should be achieved through diversification of the economy, technological upgradation, training and skill development of human resources, and institutional strengthening. In order to attract foreign investment, the economy has to go through structural changes, achieve resource efficiency, and improve productivity. This is the age of artificial intelligence and robotics. Bangladesh has to gear up to face the challenges of the Fourth Industrial Revolution. The labour force displaced due to technological upgradation should be able to find themselves engaged in self-employment through micro, small and medium enterprises.

Second, in order to make up for the loss to be incurred by the preference erosion and end of various international support measures, Bangladesh must improve its export competitiveness and diversify both markets and products for export. Besides, Bangladesh has to play a proactive role at the regional and sub-regional initiatives, such as Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN), Bangladesh, China, India and Myanmar (BCIM), and Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), for more meaningful partnerships. At the same time, it should remain active at the World Trade Organization to realise any potential benefit. In the post-graduation period, the country will still be eligible for Generalised System of Preferences or "GSP Plus" benefits for market access. In order to access this, countries usually have to comply with stringent conditions such as improved work conditions, higher poverty alleviation efforts, women's empowerment and reduction of carbon emission.

While celebrating Bangladesh's latest achievement, we have to recognise that we are facing a world full of challenges and crises. We have to be prepared for a world increasingly battling with conservatism, protectionism, extremism, refugee crises and confrontations. At the same time, the world has also set ambitious plans such as SDGs to be fulfilled by 2030. Bangladesh is committed to these goals. It is expected that implementation of these goals will also help its smooth graduation from the LDC group.

Masud Bin Momen, Permanent Representative of Bangladesh, said graduation from the LDC category is an important milestone for Bangladesh's pursuit of development. He noted that the graduation process is happening at a time when the world is witnessing fundamental changes, including in terms of rising nationalism, and that protectionist measures could create strong disincentives for graduating countries. He remarked that the book is "very timely," considering that his government has commissioned a study to assess the impact of graduation for Bangladesh and to suggest practical solutions for a smooth transition.

Celebration:

The Government has celebrated the graduation of Bangladesh from group of least developed countries (LDCs) to developing country status with elaborate programs across the country from March 20 to March 25, 2018. Different Ministries, directorates and government departments showcased different types of programs like procession, rally, meetings, TV talk show, seminar etc. Honourable Prime Minister has been accorded a mass reception at Bangabandhu National Stadium in the capital for her success in ushering the "developing country status" for the country on 22 March, 2018.

Way Forward:

In the context of smooth transition and graduation from LDC, Bangladesh needs to focus on the following issues:

- To keep continuing the pace of development, investment outlook for the private sector needs to be improved significantly. In doing so, Government has to provide sufficient infrastructures including power. In this context, the flow of FDI would need to increase and diversify.
- Activities related to social developments, including health and education, should remain in the core area of the development policy along with increased coverage of the social safety net programs to address extreme poverty for smooth transition.
- Various regulatory policies would need to be more business and trade friendly by reducing cost of doing business and exporting from Bangladesh to ameliorate the effect of lost preferences that is improving road and power infrastructure upgrading port facilities.
- Increasing effort is necessary to diversify exports in order to reduce vulnerability of Bangladesh's economy.
- Engaging the Non Resident Bangladeshis with the progress and next level of growth for Bangladesh.
- A major limitation to expanding industrial development in Bangladesh is limited access to capital market by their enterprises. Local Capital market has shallow access to international capital market due to poor sovereign credit ratings and currency risks. It should be under consideration for raising capital for enterprises towards building productive capacity.
- Exploring the possibilities of taking advantage of non LDC specific trading arrangements such as the various GSP schemes for the developing countries or seek to negotiate trade agreements in ordered to avoid MFN tariff rates.
- Structural opportunities like natural resource endowment, domestic resource, agricultural productivity and youthful population should be explored and utilized for the desired transition.

- Non-structural opportunities such as flow of remittances, use of ICT, regional integration, and searching of emerging development partners need to be explored.
- Structural Risks like high poverty and inequality, low human capital and weak economic governances have to be tackled effectively and minimized to a reasonable level.
- Emerging risks like climate change, violent extremism, and managing shocks and vulnerabilities (like Rohingya crisis) are to be managed with extreme care and attention.
- Strategic partnership is required to facilitate smooth graduation strategy including implementation and monitoring road map, partnership between private and public and alignment of DPs policy with national development strategy.

Conclusion:

There are three criteria that a country must fulfil before graduating from low-income country status to developing country status. Having fulfilled all three criteria, the country now awaits a formal approval for inclusion in the list of developing countries. Bangladesh will formally become a developing country with the approval of United Nations Economic and Social Council.Decisions on inclusion into, and graduation from, the list of LDCs are made by the UN General Assembly based on recommendations by the CDP that are endorsed by the UN Economic and Social Council (ECOSOC). The CDP, a subsidiary advisory body of ECOSOC and composed of 24 members, analyzes the list of LDCs every three years during triennial reviews to identify any countries that may qualify for inclusion into or graduation from the LDC category. In March 2018, the CDP found that Bangladesh met the criteria for graduation for the first time. If Bangladesh meets the graduation criteria for a second time, at the next triennial review in 2021, the CDP will recommend it for graduation from the LDC category in 2024.

Source:

- United Nations: Economic Analysis and Policy Division
- UN- OHRLLS
- Centre for policy dialouge presentation
- The Daily Star Report
- LDC handbook outlines- progress

Writer: **Md. Azizur Rahman,** Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chattogram.

নতুন ভ্যাট আইন এবং বিদ্যমান বাস্তবতা

পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্সে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে পরোক্ষ কর আহরণ পদ্ধতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থায় বেশ কিছু সুফল পাওয়ায় এ কর ব্যবস্থাটি দ্রুত জনপ্রিয় হতে থাকে। বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১৬৬টি দেশে জিএসটি, ভ্যাট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এ ব্যবস্থাটি চালু আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল ওইসিডিভুক্ত দেশে ভ্যাট ব্যবস্থাটি বিদ্যমান।

এরই ধারাবহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালে আমাদের দেশে ভ্যাট ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হয়। দেশের অর্থনীতির একটি বিশেষ ক্রান্তিকালে এ ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাটি একটি যুগান্তকারী সংস্কারের আওতায় এসেছিল। আশি-র দশকে আমাদের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় পুরোটাই যখন ছিল বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর, সে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিকল্প ছিলনা। সে বিবেচনায় এ আইনটি প্রবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের ভ্যাট বিভাগের অগ্রজগণ নিঃসন্দেহে অনেক মেধাবী, সাহসী ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। আইনটি প্রবর্তনের সময় পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে এবং সীমিত সংখ্যক সেবার উপর এটি বলবৎ করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে (পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে) এটি আরোপিত হয় আরো অনেক পরে। তবে, করভারকে সহনশীল রাখার জন্য এবং ক্ষুদ্র/মাঝারি প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্র সংরক্ষণের সমস্যার কথা বিবেনা করে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য, ট্যারিফ মূল্য এসব পদ্ধতি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়। এছাড়া, নানা ধরণের অব্যাহতি, প্যাকেজ ভ্যাট ও অন্যান্য বিচ্যুতির ফলে আমরা আমাদের অগ্রজদের দেয়া একটি সুন্দর ভ্যাট ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে আসি। এখন এটি এমন একটি পর্যায়ে পৌছে গেছে যে আইনটির ব্যাপক সংস্কার না করা হলে যে কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা তৈরী হয়েছে, তা থেকে বের হয়ে আসা প্রায় অসম্ভব।

এসকল সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় নিয়ে গত ২০১২ সালে ১০ ডিসেম্বরে মহান জাতীয় সংসদে নতুন ভ্যাট আইনটি পাশ করা হয়। এর নতুন নামকরণ হয়: মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২। আইনটি ২০১২ সালে পাশ করা হলেও আমরা এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর করতে পারিনি। মোটা দাগে এর প্রধান কারণগুলো হলো ঃ

ক. আইনটির দুর্বোধ্যতা এবং এর কাঠামোগত দুর্বলতা;
খ. সকল পর্যায়ে অভিন্ন ১৫% হার এবং সংকুচিত ভিত্তিমূল্য, ট্যারিফ মূল্য ইত্যাদির অবলুপ্তি;
গ. আইনটি প্রণয়নের সময় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে ফলপ্রসু আলোচনা না করা;
ঘ. নতুন ব্যবস্থাটি ব্যপকভাবে অটোমেশন নির্ভর কিন্তু সে অনুযায়ী পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব;
ঙ. ভ্যাট কর্মকর্তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণে অপ্রতুলতা;

নতুন আইন নিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন মতপার্থক্য নিয়ে বিগত প্রায় দশ বছর যাবত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর নেতৃবৃন্দের সাথে দফায় দফায় সভা

করলেও ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই গত জুন ২০১৭-এ সরকার আইনটি অধিকতর পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সকল পক্ষের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আরোও দুই বছরের জন্য এটির কার্যকারিতা পিছিয়ে দেয়।

এ নিয়ে কোন পক্ষের মধ্যেই কোন সংশয় নেই যে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ মোটেই সন্তোষজনক নয়। কর-জিডি-পির অনুপাতে সমগ্র বিশ্বে তো বটেই, এমন কি দক্ষিণ এশিয়াতেও আমাদের অবস্থান একেবারে তলানিতে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা হিসাবে এটি আমাদের জন্য মোটেও সম্মানজনক পরিস্থিতি নয়। আমাদের দেশ বিগত প্রায় এক দশক ধরে এক অভাবনীয় উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। এটিকে টেকসই করতে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরক-ারী-বেসরকারী মিলিয়ে এর কাঙ্খিত পরিমাণ জিডিপির প্রায় ৩২-৩৩% হওয়া প্রয়োজন যা বর্তমানে মাত্র ২৯%। এতে বেসরকারী বিনিয়োগের অবদান প্রায় ২২% এবং সরকারী বিনিয়োগ মাত্র ৭%। বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যপক বিনিয়োগ প্রয়োজন যা মূলতঃ সরকারী খাত হতেই করা হয়। সরকারের এ বিনিয়োগ বাড়াতে হলে আবশ্যিকভাবেই আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানো না গেলে সরকারের বিকল্প উৎস হয়ে পড়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণ যা প্রকারান্তরে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকেই বাধাগ্রস্থ করে। তাই দেশের এ উন্নয়নের গৌরবান্বিত অংশীদার হতে হলে আমাদের রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টায় আরো উদ্ভাবনী হতে হবে এবং এতে গতি সঞ্চার করতে হবে। সেলক্ষ্যে ভ্যাট হচ্ছে সবচেয়ে আদর্শ একটি কর ব্যবস্থা যা আহরণ তুলনামূ-লকভাবে সহজ। দেশের ভ্যাট আহরণ বৃদ্ধি করা গেলে স্বাভাবিকভাবেই আয়কর খাতেও রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট খাতের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্য থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদ্যমান ভ্যাট আইনটিকে রহিত করে ২০০৯ সাল হতেই নতুন করে একটি ভ্যাট আইন জারির উদ্যোগ নেয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ২০১২ সালে জাতীয় সংসদ হতে আইনটি পাশ হয়। শুরু থেকেই নতুন আইনটি নানা সমালোচনা ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো মনে করে বিদ্যমান ভ্যাট আইনটিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার/সংশোধন করে এর ভিত্তিতে ব্যাপক অটোমেশনের ব্যবস্থা নেয়া হলে এতদিনে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারতাম। এতে নতুন ভ্যাট আইনটি নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে ধরণের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে তা এড়ানো সম্ভব হতো। অপরদিকে নতুন এ আইনটি প্রণয়ন ও প্রবর্তনের সাথে যেসব কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা মনে করেন যে আইনটিকে যুগোপযোগী করতে হলে পুরাতন আইনে যে পরিমাণ সংস্কার প্রয়োজন হবে তাতে আইনটির তেমন কিছুই আর অবিশিষ্ট থাকবেনা। তাই, নতুন একটি ভ্যাট আইনের কোন বিকল্প নেই।

এ বিতর্কের খুব গভীরে না যেয়েও এটা বলা যায় যে নতুন বা পুরাতন যেটাই আমরা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করি না কেন, দু'টো ভ্যাট আইনেই বেশ কিছু সংস্কার/ সংশোধনী আনতে হবে। নতুন আইনটিকে সব মহলে গ্রহণযোগ্য করতে হলে আর পুরাতন আইনটিকে যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের এ সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে। সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে যারা সম্প্রতি নতুন আইনটিকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। এতে মূলতঃ যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো ঃ

ক. প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধনের ব্যবস্থাটি ১৯৯১ এর আইনের বিধানমতে নিবন্ধন নিতে হবে। একাধিক স্থান হতে অভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহনের সুযোগ থাকছে;

খ. যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে এ জন্য নিবন্ধন নিতে হবে যাতে উৎসে কর্তনকারী সংস্থাসমূহও (সরকারী সংস্থাসহ) অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে উৎসে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে একটি শৃঙ্খলা আসবে;

গ. সকল নিবন্ধিত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে;

ঘ. স্পর্শকাতর খাতের পণ্য বা সেবার মূসক আপাতন জনসাধারণের জন্য অধিকতর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সংগঠন ও অন্যান্য অংশীজনের পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে একাধিক কর হারের বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, কেবলমাত্র প্রমিত হারে কর প্রদানকারীরা আইনের অন্যান্য বিধান প্রতিপালন করে রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন;

ঙ. দেশের অর্থনীতিতে কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকার/বোর্ড কর্তৃক কর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা সন্নিবেশ করা;

চ. নিবন্ধিত ব্যক্তির কার্যকর নিরীক্ষা ও করদায়িতা নিরূপণের স্বার্থে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (রহঢ়ঁঃ-ড়ঁঃঢ়ঁঃ পড়বভভর-পরবহঃ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর দাখিলের বিধান করা। তবে মূল্য ঘোষণা দাখিল ও মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ না করার বিদ্যমান ব্যবস্থা যথারীতি বহাল রাখা হয়েছে;

ছ. রেয়াত গ্রহণের বিধানকে সুস্পষ্টিকরণ ও সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

জ. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ বার্ষিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারধারী প্রতিষ্ঠানকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। একাধিক কর হারের বিধান সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করায় টার্নওভার ভিত্তিক কর অব্যাহতির বিষয়টি প্রত্যাহার করা;

ঝ. কমিশনারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে "কমিশনার" এর পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা" প্রতিস্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা পদক্রম অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা;

ঞ. নতুন আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন আকস্মিক বা অনাহুত রাজস্ব ক্ষতি বা স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সমস্যা পরিহারের জন্য বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর তফসিলসমূহ (অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবার তালিকা এবং সম্পূরক শুল্ক হারের তফসিল) অধিকতর পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনপূর্বক নতুন আইনে সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কমিটি যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে তা খুবই বাস্তবসম্মত ও সকল পক্ষের জন্য সুফল বয়ে আনবে - এমনভাবেই তা প্রণীত হয়েছে। সরকার যেহেতু ২০১৯ এর জুলাই মাস হতেই নতুন আইনটি চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব এ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিটির প্রস্তাবসমূহের উপরে মতামত দেয়ার জন্য এটি এফবিসিসিআই এর কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যায় তাদের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতিবাচক সাড়াই পাবে।

আইনটি চূড়ান্ত হওয়ার পরপরই বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো আনতে হবে। এর পাশাপাশি অটোমেশনের কাজটিও খুব দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের নতুন আইনের সাফল্য বহুলাংশেই একটি কার্যকর অটোমেশনের উপর নির্ভর করছে। কাজটি জটিল ও কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে আমরা অবশ্যই ভ্যাট ব্যবস্থাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো।

■ লেখক: **সৈয়দ মুসফিকুর রহমান**, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট-১, ঢাকা।
ও প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প

Central Bonded Warehouse: Potential Benefits and Risks

Bonded warehouse is a warehouse where dutiable goods are stored with a view to using the goods subsequently for production of goods for export. Exporters import raw materials/inputs necessary for production of exportable goods duty free under bonded warehouse license. Bonded warehouse is one of government's multiple efforts to expand the export basket. This bonded warehouse facility provides price competitiveness to exporters in international market. At present, the customs authority provides bonded warehouse facility for raw materials for exports of garment and garment accessories, leather, shipbuilding and few other items.Bangladesh's bonded warehouse regime also encompasses procedures to allow duty-free storage and sale of goods to diplomats and "privileged persons;" and the use of warehouse for goods taken into home consumption. But taking bonded warehouse license is a time consuming process which not all exporters (especially small ones) can afford. Central Bonded Warehouse(CBW) system can help exporters reduce their cost of goods sold and thus benefit them to be competitive in overseas market.

Benefits of Central Bonded Warehouse: For Bangladesh, lead-time is fast emerging as a serious bottleneck. CBW can facilitate exports by small exporters who do not enjoy bonded warehouse facilities now. It may also aid the reduction of lead time in the case of exports. Under central bonded warehouse, licensees of CBW will be able to stock up inputs that manufacturers can purchase directly as export orders are received[1].This will help exporters reduce their lead time. One of the salient features of the CBWs is that it will allow passing the responsibility to another private entity. Furthermore, since the CBWs will be owned by separate entities, they gain specialisation gradually in such business, enabling them to reduce cost of warehousing the merchandise[2].

The Central Bonded Warehouse, if allowed to operate, will be governed by the Customs Act 1969. The relevant rules and regulations for operating such CBWs will have to be developed afresh in order to ensure government revenue is not lost. Sri Lanka has already established the Central Bonded Warehouse and it is highly likely that their lead time will come down to as low as 60 days [BGMEA, 2004[3]]

Risks Associated with CBWs: Under CBWs, ,the scope for duty evasion will rise since the feasibility of the business will largely depend on how well and fast the CBW holders can sell their imported materials to the export-oriented textile and other potential sectors. Moreover, the RMG exporters current hold bond licenses and they may not be interested in buying from CBWs. Additionally, the imported items might not be sold properly. In that case, the CBW operators would have to sell the products in the domestic markets by paying appropriate customs duty. In that case, marketability of imported items might decrease signifi-

---

[1] Cornelia Staritz,(2010) Making the Cut?: Low-Income Countries and the Global Clothing Value Chain in a Post-Quota and Post-Crisis World. Washington: World Bank

[2] MabroorMahmood (non-published). The Decision on Central Bonded Warehouse (CBW): Is It Wise?

[3] Bangladesh Garments Manufacturers' and Exporters' Association (2004). Seminar Presentation on "Post MFA & Bangladesh: The Imperatives of Readiness", Dhaka Sheraton Hotel

cantly and finding a suitable buyer (or buyers) who would be willing to buy at the desired price would be a difficult task.

The CBW may also have the implication for backward linkages (it is likely that the dependence of the fabrics manufacturers on the foreign cotton will increase) with the local textile sector[4].

The CBW operators will gain much by importing fabrics if they can build long-term relationship with some clients/big exporters. In particular, the CBW operators can mitigate the risks by building long-term business relations with only those RMGs/exporters, who have predictable production pattern. If the products are imported through bank financing, then the CBW operators will run the risk of paying high interest charges in case the products are not sold timely.

The World Bank Study (2005)[5] suggested that the Government should permit the establishment of a "central bonded warehouse" where raw materials, equipment and supplies needed by the garment manufacturing industry could be imported and stored by entrepreneurs. These entrepreneurs (CBW license holders) would then have supply on hand for producers to meet their needs under specific contracts.

Private sector demand for CBW and uncertainty with regard to disposition of bonded goods: Private sector wants to see that the CBW concept is materialised. Despite private sector demand for CBW(in a meeting with the Hon'ble Finance Minister, private sector representative demanded that CBW facility be introduced) and favourablereport by the World Bank in support of instituting of CBW, providing central bonded warehouse license seems to be a matter of concern for Customs Authority. This is because if the warehouse holder of CBW cannot sell all his imports to exporters within the bonding period or if the exporters are unwilling to buy from the CBW, then it will create an uncertainty as to the disposition of the imports under CBW. This may consequently result in revenue loss for the government as the bonded goods may be unusable by the time it is discovered that the goods brought under CBW cannot be sold to exporters.

Conclusion: To conclude, in order to reduce lead-time in completing export order, and facilitate small exporters (who cannot afford to comply with formalities for getting bonded warehouse facility) in exporting their products at competitive price, Government may initiate policy dialogue on CBW and consider the viability of setting up central bonded warehouse.

Before introducing CBW system, detailed study with regard to the potential benefits, costs and viability of the CBW will be required. An assessment of the probable size of small exports (including their export items) who may buy from the CBW will also be needed. Determination of the scope of the product list for CBW, the eligibility criteria to buy duty free items from the CBW, and whether existing bonders will also continue to enjoy bonded warehouse facilities are other issues to be decided.

Disclaimer: The opinions expressed in this write up are of the author and does not, in any way, reflect the opinions of the government or of the office the author works for.

---

[4]Siddique, K. (2003). Deceleration in the Export Sector of Bangladesh and Women Workers: Assessing Impacts and Identifying Coping Strategies, CPD Occasional Paper Series

[5]The World Bank, End of MFA Quotas: Key Issues and Strategic Options for Bangladesh Readymade Garment Industry (2005) in Brian J. O'Shea March 10, 2015, "World Bank Group Bangladesh Bond Warehouse Regime"

Writer: **Dr. Mohammad Abu Yusuf** is a member of BCS (Customs & VAT). He now works as a Deputy Secretary (Budget) in the Finance Division, Ministry of Finance.

GTAS in BD Customs: Ease Course Intensify Security

While, much of modernization initiatives is in the process of implementation with the involvement of several donor agencies, slight is in subsistence regarding air passenger targeting. Numerous of the WCO member states are continuing passengers` profiling with the implementation of advance passenger information or passenger name record in Customs control on cross boundaries. In contrast, Bangladesh Customs, having many advanced enforcement mechanisms slowly progresses its score in innovation in the area of travellers` profiling.

It is reported that in the last five years number of international and domestic air passengers increased over 20 and 65 percent respectively in Bangladesh. In 2017, 6.5 million international travellers moved in 3 international airports in Bangladesh. For Customs administration, handling this huge quantity of passengers and maintaining security is very much challenging, so, implementation of enforcement tools is forthcoming.

In global emerging threat it evident that aviation travellers are often connected with terrorism. Averaging 5.14 from 2002 until 2017, the position of Bangladesh on the global terrorism index-2018 is 25. Previously, due to probable threat of terror outbreak on foreign nationals the UK government has issued a travel alert in 2017 advising the British citizens to re-examine their arrangement on travelling to Bangladesh.

GTAS, global travel assessment system is an enforcement tool to screen commercial air travellers by using advance passenger information (API). It is developed with the initiative of the USA CBP to help the world in combating terrorism and improving Global Security. Bangladesh Customs is yet to implement API/PNR system, which is one step earlier method of passenger control. Even without an API/PNR (Passenger Name Record) installation, GTAS has utmost benefit in aviation security maintenance, since the information is available before the flight takes off. With numerous technical data both biographic (gender, citizenship, country of residence, document expiration, etc) and flight information (dates, carriers, routes, etc) GTAS not only expedites screening process but also facilitates legitimate global travel. Thus passengers are canopied with the help of automatic crawling of advance passenger data and targeting terrorists, contraband, missing persons, overstayed visas, etc.

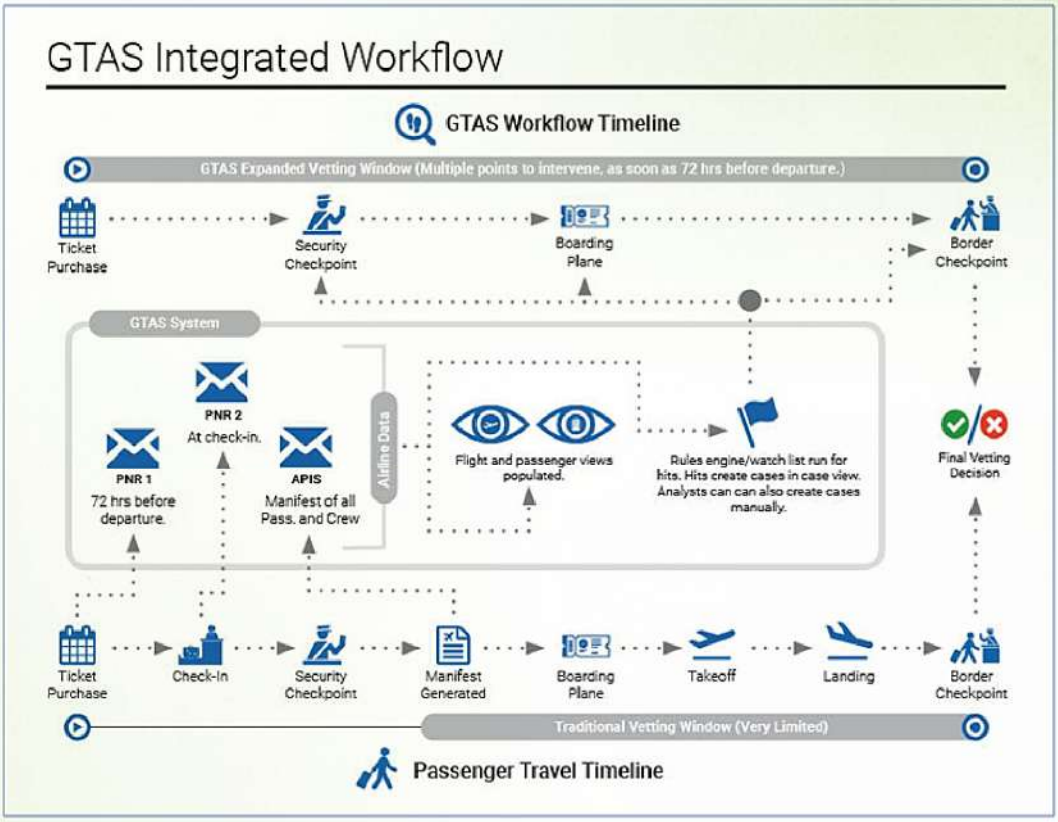

Figure I: GTAS flowchart,(credit WCO)

Implementation of GTAS should be considered in the context of a total system approach to border management, including infrastructural and human resources capacity building of Bangladesh Customs. In Cooperation and coordination with the partner agencies, Bangladesh Custom should play as lead agency to work in the area of automated entry/exit records of aviation passengers. So, why not inclusion of biometric technology and artificial intelligence based GTAS border control systems in Bangladesh Customs!

Writer: **Md. Ghyes Kamal, First Secretary,** Customs Modernization and Project Management, Bangladesh Customs.
E-mail:gkcustoms06@gmail.com

একটি হতে পারত রোমান্টিক গল্পের অপমৃত্যু

ফোনটা এলো সাড়ে সাতটার দিকে। সাধারণতঃ এমন সময়েই আসে, সপ্তাহের এই দিনেই।

: হ্যালো, কেমন আছেন?

:: ভালো, আপনি?

: এই তো আছি এক রকম, যা গরম পড়েছে না!

:: হুঁ, ঠিক বলেছেন।

আগস্ট মাসের সন্ধ্যা, সুকান্তের সূর্য মামা শীতকালে কার্পণ্য দেখালেও এ সময়ে তার আলো আর উত্তাপ ভালোই ছড়িয়েছেন সারাদিন। ঠান্ডা হতে সময় লাগবে। তাছাড়া দেশের এই অঞ্চলের জন্য তার দরদ একটু বেশিই, যা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

: আজ বৃহস্পতিবার, ঢাকা গেলেন না যে?

:: প্রতি সপ্তাহে যাই না কি? গত সপ্তাহেও তো যাই নি।

: কেন গত সপ্তাহেও তো ছিলেন না।

:: তা ঠিক। তবে ঢাকা যাই নি, দিনাজপুর গিয়েছিলাম।

: ও, আপনার সেই বন্ধু, রুমমেট আজিমের ওখানে। আপনার কি মজা! একেক সপ্তাহে একেক জেলায় বন্ধুর বাসায় ঘুরে বেড়ান।

:: আমার কাজই তো ঘোরাঘুরি, গাড়িটা থাকায় সুবিধে হয়েছে। আরে! আপনি কি প্রতি বৃহস্পতিবারেই ফোন করেন না কি?

: মনে হয় জানেন না!

মাস তিনেক আগে এক বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা থেকে এই ফোনের শুরু। সে সপ্তাহে ঢাকা যাওয়া হয় নি। ফেরীতে তিন ঘন্টায় যমুনা নদী পাড়ি দেয়া প্রথম প্রথম রোমাঞ্চকর মনে হলেও এখন রীতিমত বিরক্ত লাগে। তাছাড়া ফেরীর আগে হাইওয়ের কাজ চলছে, ভাঙা-চোরা ধূলায় ধুসরিত পথ আরও কষ্টকর। বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট প্রতিদিন চলে বটে, তবে মাসে একবারের বেশি গিয়ে পোষায় না। কোনো কোনো দিন আমার আরেক সহকর্মীর সাথে টুকটাক প্রয়োজনে বাইরে যাই; কখনও কখনও গল্পগুজব করে তার বাসায় রাতের খাবার খেয়ে আমার ডেরায় ফিরি। ডেরা বলতে অফিসের তিন তলায় দুই বেড রুমের ছোট্ট একটা আশ্রয়। সে সপ্তাহে আমার সহকর্মীও নেই, ঢাকা গেছেন। বসে বসে টিভি দেখছি, দেখছি বললে ভুল হবে - আসলে চ্যানেল সার্ফিং চলছে। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। ভাবলাম ঢাকা থেকে ফোন, তড়িঘড়ি করে টিভির ভলিউম কমিয়ে ধরলাম।

: হ্যালো, কেমন আছেন?

মিষ্টি মায়াবী একটা কণ্ঠ। তবে কণ্ঠের ধোঁকায় পড়লাম না। আমার এক বন্ধু এমনই টেলিফোনে কণ্ঠ শুনে কিছুদিন চুটিয়ে আলাপ করার পর দেখা করার নির্ধারিত দিনে দূর থেকে কণ্ঠের মালকিনকে দেখে আর নিকটবর্তী হওয়ার সাহস পায় নি, পিঠটান দিয়ে চলে এসেছে।

:: জি, কে বলছেন?

কথা বলব কি বলব না এমন দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম। মনে মনে ভাবলাম বন্ধুদের কোনো ফাঁদ কি-না আবার। আমার এক ডাক্তার বন্ধু টেলিফোনে একজনের সাথে কয়েক দিন আলাপ করার পর নিজেকে যখন সত্যি সত্যিই জ্যাকি স্রফ ভাবা শুরু করে দিয়েছিল তখন নাটকের নাট্যকার বন্ধুটি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল - জানা গেল সেই অন্তরালবর্তিনী নাট্যকার বন্ধুটির খালাতো বোন, বন্ধুটিই পর্দার অন্তরাল থেকে এই দূরালাপনের কলকাঠি নেড়েছে। আবার আমার অনুপস্থিত সহকর্মীটির কথাও মনে হল। বিয়ের বাজারে এখন কিঞ্চিৎ চাহিদা থাকায় তিনি আমার একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য সুপাত্রীর খোঁজ-খবর করছেন। এ কারণে তাঁকে আমার লোকাল গার্জেন মনে করে দুয়েকজন স্থানীয় সুকণ্যার অভিভাবক না-কি তাঁর সাথে যোগাযোগও করেছেন। তাই ভাবলাম তিনি আবার ওয়ার্ম-আপ বা আইস-ব্রেকিংয়ের জন্য কাউকে লেলিয়ে দিলেন কি-না। এছাড়া বাংলাদেশের কিছু কিছু মফস্বল শহরের এই সুনাম রয়েছে যে, বিপরীত পক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমার এক সহকর্মীর কাছে শুনেছিলাম এ রকম এক শহরে যোগদানের পরদিনই সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি এমন সৌভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবাক বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরা ফুলের তোড়াটি নিয়ে তিনি সুপ্তোত্থিত কণ্ঠে কারণ জানতে চাইলে ওই পক্ষ মিষ্টি হেসে বলেছিলেন আমার সেই সহকর্মী তাঁদের শহরে পদার্পণ করায় তিনি সবিশেষ প্রীত হয়ে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

: মনে করুন কেউ না।

শেষে কৌতুহলের জয় হল, সাহস সঞ্চার করে মনে মনে ভাবলাম টেলিফোনে একটু কথাই তো হবে, এতে আর ক্ষতি কী!

:: কেউ না হলে কথা বলছেন কি করে? আর এভাবে কি কথা বলা যায়- না জেনে না চিনে?

: আচ্ছা, প্রথমে এভাবেই চেষ্টা করে দেখি না, আপনার অসুবিধে হবে কি? আপনি ব্যস্ত হলে না হয় থাক। তবে খুব ব্যস্ত যে নন তা বুঝতে পেরেছি, দু'বার রিং বাজার পরেই যেভাবে ফোনটা ধরে ফেলেছেন!

:: আমি ভেবেছিলাম ঢাকা থেকে জরুরি ফোন।

যা-ই হোক এভাবেই চলতে থাকল। প্রতি সপ্তাহে আমি থাকি না, কিন্তু অনুমান করতে পারি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমার ডেরার টেলিফোনটি হয়তো এভাবে কয়েকবার বেজে থেমে যায়। টেলিফোন সেটটি নামেই ডিজিটাল, টেলিফোন শিল্প সংস্থার তৈরী সেট - ডায়াল ঘুরিয়ে কল করার বদলে এখন পুশ বাটন টিপে ফোন করা যায়, আর ফোন লক-টক কী কী যেন করা যায়; কিন্তু কোনো ডিসপ্লে নেই যা দেখে বোঝা যাবে আগে কেউ কল করেছিল। তবু এখন মুখে স্বীকার করলাম না।

:: আপনার ফোন এসেছিল কি-না তা দেখার তো কোনো উপায় নেই। আপনি তো আপনার ফোন নম্বর এখনও দেন নি - বাসায় ফিরে আপনাকে কল করে যে জানব ফোন করেছিলেন কি-না তাও সম্ভব না। আপনি তো আমার নম্বর ঠিকই জানেন!

: সবই জানবেন, আর কিছুদিন সবুর করতে হবে।

:: সে আর কবে হবে বলুন তো? এখন পর্যন্ত কেবল জানি যে, আপনার পড়ালেখা শেষ হয় নি, গান শুনতে ও গাইতে পছন্দ করেন, আর ভালোবাসেন আড্ডা; নিপা আর রিমি নামে আপনার দুই বান্ধবী আছে যাদের সাথে আপনার ঘন ঘন আড়ি আর ভাব হয়।

: আর কিছু জানেন না বুঝি? আপনি নিজে যেন কত কী বলেছেন! কেবল জানি এখানে একা; বলেছেন আজ্ঞা পালন করেন মানে চাকরি করেন। বাসায় ফোন আছে দেখে অনুমান করতে পারি গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে আছেন, কিন্তু নিজে পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি। আর জানি পথের পাঁচালীর অপু পন্ডিত মশাইয়ের দোকানে তামাকের ব্যাপারীর যে বর্ণনা শুনে 'বড় হইয়া সে তামাকের দোকান করিবে' ঠিক করেছিল সেই পরিস্থিতির সাথে এখন নিজের মিল খুঁজে পান, শীর্ষেন্দু প্রিয় লেখক, দুই বছর বয়সে একদিন গ্রামের বাড়িতে নদীর পাড়ে উদাস মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন - এই সব কত্তো কী!

:: জি, আমিও তো আরও কত কী জানি! যেমন আপনার দুষ্টু খালাতো ভাই ফড়িং ধরে লেজ ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছিল দেখে আপনি কেঁদে ফেলেছিলেন, স্কুলের অনুষ্ঠানে নাচতে গিয়ে স্টেজে আছাড় খেয়ে নাচই ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আসল যেটা সেই নামটাও তো জানি না।

: আহা, অনামিকা নামটা খারাপ কি, চলুক না এভাবে কিছু দিন। আর আপনার নামের বেলায়ও তো সে কথা বলতে পারি। যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন খুব তো কিশোর কুমারের মুখে শুনিয়ে দিলেন 'কোনো নাম নেই তো আমার শোনো মহাশয়'।

:: আমার নাম বা পরিচয় জানা খুব কঠিন না। ফোন নম্বর যখন জানেন টি অ্যান্ড টি অফিসে খোঁজ নিলে ফোনটা কার আর নাম-পরিচয় সব জেনে নিতে পারেন।

: আপনার ওপরে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে কেন? আর কিছু দিন যাক একবারেই সব কিছু জানবেন।

:: ভালো, ততদিনে আমি বদলি হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব, দেখাটাও হবে না।

: হুঁ, চিন্তার বিষয় বটে! আচ্ছা চাকরিতে বদলির কথা থাক, আপাতত প্রসঙ্গ বদলানো যাক। কী করছিলেন, টিভি দেখছিলেন নিশ্চয়ই। নতুন একটা ছবি এসেছে 'তেরে মেরে সপ্‌নে', নতুন নায়ক-নায়িকা।

:: হ্যাঁ, গানগুলো খুব সুন্দর, বিশেষ করে 'কুছ মেরে দিলনে কাহা, কুছ তেরে দিলনে কাহা', হরিহরণ আর সাধনার গাওয়া, এর মধ্যেই আমার প্রিয় হয়ে গেছে। ওই লাইনটা যার মানে 'আমি আর কী বলব বা শুনব যখন হৃদয় কথা বলতে শুরু করেছে'।

: হিন্দি আমিও অল্প-স্বল্প বুঝি, তবে গানের মেলোডি আর গায়কী খুবই মন ছুঁয়ে যায়। গান তো বুঝলাম, আর নায়িকাটা কেমন?

প্রথমে কিছু না বলে হাসি।

: কি, এখন আর মুখে আর কোনো কথা নেই?

:: হুঁ, প্রিয়া গিল, পাঞ্জাবের। নায়কের কথা আবার বাদ দিলেন কেন? কেমন মায়াভরা চোখগুলো। আমি সিনেমা বানালে ওকে শীর্ষেন্দুর 'যাও পাখি' উপন্যাসের নায়ক সৌমেন বানাতাম।

: যাক আপনার গানের যন্ত্র কেমন চলছে?

:: চলছে, তবে আপনাদের এখানে ভালো সিডি পাচ্ছি না। পছন্দের কিছু গান দিয়ে কয়েকটা করিয়েছি, দেখি এরপর ঢাকা থেকে কিছু নিয়ে আসতে হবে। 'গান গাই আমার মনরে বুঝাই মন থাকে পাগল পারা, আর কিছু চায় না মনে গান ছাড়া', আমার বেলায় 'গান গাই' এর বদলে 'গান শুনি' হবে।

: আপনি এই যে কথায় কথায় কবিতার চরণ বা গানের কলি নিয়ে আসেন, পারেন কীভাবে?

:: তা জানি না, বিরক্ত হন না তো আবার? আমার বোনেরা তো মাঝে মাঝে বলে ভাইয়া তোর কপালে পরে খারাবি আছে।

: আচ্ছা, আপনি বিটিভি দেখেন?

:: দেখব না কেন? কিন্তু হঠাৎ বিটিভি?

: ঐ যে দেখার কথা বলছিলেন, সোমবারে ঢাকা যাচ্ছি। আমাদের শিল্পকলা একাডেমির একটা অনুষ্ঠান রেকর্ড হবে পরদিন, গান গাইব। দুই সপ্তাহ পর বুধবারে সম্প্রচার করা হবে।

:: তো? আমি চিনব কি করে আপনি কোন্ জন!

: (হেসে) ফিরে তো আসি, বলে দিব। আজ রাখি, মা খেতে ডাকছে। শুভ রাত্রি, স্বপ্নে আজ নির্ঘাত প্রিয়া গিলকে দেখবেন।

:: বলা যায় না, অনামিকাকেও দেখে ফেলতে পারি। সুনীলের কথা 'তোমাকে যখন দেখি তার চেয়ে বেশি দেখি যখন দেখি না'। শুভ রাত্রি।

: আবারও! (হাসি)।

পাদটীকা:

এর পরের বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে ছোট বোনের ফোন: বড় চাচা মারা গেছেন। সাথে সাথে দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকা চলে এলাম। কুলখানি শেষে তিনদিন পর ফিরে ঢাকায় বদলির আদেশ পেলাম। প্রত্যাশিত ছিল বলে যত দ্রুত সম্ভব পাট চুকিয়ে ঢাকা এলাম। আমার সেই গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে তারপর বেশ কিছুদিন কোনো নিয়মিত কর্মকর্তা পদস্থ করা হয় নি বলে আমার সেই ছোট্ট ডেরাটিতে অনেক দিন কেউ আর বাস করেন নি। হয়তো এর পরের কয়েক বৃহস্পতিবার আমার সেই ফোনটি বেজে বেজে থেমে গেছে।

দুই দশকেরও বেশি সময় পরে একই দপ্তরের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে এবার অন্য এক শহরে থাকি, এবারও একা - তবে ম্যারেড ব্যাচেলার। বাসায় কোনো টি অ্যান্ড টির ফোন নেই, তবে স্মার্ট মোবাইল ফোন আছে। টিভি আছে, চ্যানেল বেড়েছে, চ্যানেল সার্ফিংও চলছে। একদিন হঠাৎ এক চ্যানেলে দেখি কিশোর কুমার গাইছেন: 'কারো কেউ নই কো আমি, কেউ আমার নয়; কোনো নাম নেই তো আমার শোনো মহাশয়'।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কবার্তা:

এই অসমাপ্ত গল্পের মূল প্রেক্ষাপট বিংশ শতাব্দী; চরিত্রগুলো এবং ঘটনাগুলো সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, বাস্তব জীবনের কোনো চরিত্র বা ঘটনার সাথে তার কোনোরূপ মিল কাকতাল মাত্র।

লেখক: **মোহাম্মদ লুৎফর রহমান,** অতিরিক্ত মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

রাজস্ব সৈনিকের রক্তাক্ত অধ্যায়

'মোহনা' স্থল শুল্ক স্টেশন। পৃথিবীর 'বদ্বীপ' নামক দেশে অবস্থিত। বদ্বীপের পাশের দেশটির সাথে দেশটির বেশকিছু স্থল শুল্ক স্টেশন আছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক বিচার করলেও দেশ দুটির মাঝে অনেক মিল বিদ্যমান। তাদের মধ্যে রয়েছে পুরানো বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাবাসি। 'মোহনা' স্থল শুল্ক ষ্টেশনে ২৭ বছর বয়েসী এক শুল্ক পরিদর্শক ছিল। তার নাম ছিল রক্তিম। বদ্বীপ দেশটির সুজলা, সুফলা, ছায়াঘেরা, মায়ামাখা পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল রক্তিম। সে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণবন্ত, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও যোগ্য একজন কর্মকর্তা। বলতে গেলে- সে ছিল একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক শুল্ক কর্মকর্তা। মেধা, প্রজ্ঞা ও দায়িত্বজ্ঞানের কারণে শুল্ক স্টেশনের সকলের প্রিয়পাত্র। তখনও সে ছিল একাকী। জীবনের স্বর্ণ সময়েও সে ছিল ঘরমুখো। পড়াশোনার বাইরে কোনোকিছুর প্রতি নজর দিতো না। কর্মজীবনের ব্রত নিয়ে ছাত্রজীবন পার করেছে। প্রেম-ভালোবাসা নীরস হৃদয়ে, প্রস্তরসম বুকে স্থান পায়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়ে মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করাই তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পেরেছেও। কিন্তু সবকিছুই পাওয়া হয় জীবনে? সময়টা ছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি। শুল্ক চেকপোস্টে কর্তরব্যত ছিল রক্তিম। ব্যাগেজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশ হতে আগত এক মহিলা যাত্রীর ব্যগেজ চেক করছিলেন। ঐ সময় তরুণী-মহিলা যাত্রী খুব অস্বস্তি ও ভয় অনুভব করছিল। রক্তিম তাকে অভয় দান করেন। কেন যেন ঐ তরুণী-মহলিার প্রতি লজ্জায় তাকাতে পারছিলেন না। দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে তাকে নাম জিজ্ঞেস করেন তিনি। তরুণীটি বলেছিলেন আচ্ছা স্যার আমি শুনেছি যে, শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তারা খুব কুটিল মনের হয়। না, না, আপনার ধারণা ভুল। যা শুনেছেন যা জেনেছেন তা হচ্ছে গুজব। মূল কথা হলো তথ্যগত যোগাযোগের ঘাটতির কারণে এমন হয়। তাছাড়া সব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোথাও না কোথাও তারা দায়বদ্ধ; আইনের কাছে সবাই বন্দী। সে আইন-বিধি, আদেশ-অজ্ঞতার কারণে অনেক যাত্রী ভুল করে বসেন। সেখানে আমাদের কাজ সকলকে সেবা দেওয়া। কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়া ও হয়রানি করা কোন কর্মকর্তারই ইচ্ছা নয়। এমনকি করতেও পারেন না। ম্যাডাম ঐ যে-একটা কথা আছে না "ব্রাহ্মণ চোরকে ব্রাহ্মণ, চোর ব্রাহ্মণকে ভাবে চোর। যারা একে-অপরকে সকালবেলা নদীর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে দেখেন।"

পাশাপাশি দেশের বলে ভাষাও ছিল এক। কাজের ফাঁকেই একটু আলাপ হয়ে যায়। তরুণী-মহিলা যাত্রীর নাম ছিল "ইরা"। রক্তিম ঠিকানা দেখে সহজেই বুঝতে ও চিনতে পারে যাত্রীটির শুল্ক স্টেশন হতে কত দূরে থাকে। নাম-ঠিকানা সব-ই 'মোহনা' শুল্ক স্টেশনের এক নিকটবর্তী গ্রামের। একটু দৃষ্টি বিনিময় হয়। দৃষ্টি দুজনের ছিল আনমনা। দায়িত্বের মাঝেও থেমে গিয়েছিলেন। সামলে নেন একে অপরকে। ইরার নয়নও ছিল আষাঢ়ে-ভেজা আকাশের মত। ঝড়ো-হাওয়ায় ভেজা দৃষ্টি। রক্তিমের কথা ইরার মনে খুব দাগ কেটেছিল। ভালো লেগেছিল সরল উপস্থাপনা। কাজের ফাঁকে ইরা রক্তিমকে বলে বসেন, "স্যার আপনার সহগযোগিতার কথা ভুলবো না। স্যা...র যদি আপনার ইয়ে মানে, যদি আবার কোনো প্রয়োজন ... আসলে বলছিলাম কী যে, এখানে আত্মীয়ের বাসায় এসেছি, প্রয়োজন তো হতেই পারে। কয়েকদিন থাকব। এজন্যই বলছিলাম যে, যদি আপনার ফোন নম্বরটা পেতাম।"

ওহ আচ্ছা, "এই নিন আমার কার্ড"। রক্তিম অফিস হতে ফিরে। একা, ব্যাচেলর মানুষ। থাকা-খাওয়া ব্যাচেলরদের সাথে। মা-বাবাও অনেক দূরে । চাকরির কারণে এমন দূরত্ব। ফ্রেশ হয়ে নিল। সিঙ্গেল রুম। মা-বাবার সাথে কথা-রাতের মত শেষ করলো। দোয়া চেয়ে নিলো। ক্লান্তির শরীর। একটা সুন্দর ঘুম দরকার। সকালে আবার অফিস। ঘুমাতে প্রস্তুত। বালিশটা মাথার নিচে দিতেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠে। অপরিচিতার কণ্ঠ। ভাষা বাংলা হলেও 'বদ্বীপ' দেশের বাংলা-উচ্চারণ নয়। রক্তিম জিজ্ঞেস করলো কে আপনি? কাকে চান?

"হ্যালো -- আমি ইরা বলছি, স্যার ঐ যে, 'মোহনা' স্থল শুল্ক স্টেশনে নিয়েছি আপনার কার্ডটা। আমি আপনার প্রতিবেশী দেশের ভ্রমণকারী তরুণী। জ্বী বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি। কেনই বা এ-নিস্তব্ধ, নীরব রাতে? একজন অপরিচিত- অধিকন্তু একজন শুল্ক কর্মকর্তার কাছে ফোন আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

জ্বী, তারপর বলুন।

বলছিলুম, স্যার, আপনি এখানে কোথায় থাকেন; তাছাড়া আপনার জেলা; মা-বাবা কোথায় থাকেন; পরিবারে কে কে আছেন সত্যিই অবাক-করা কথা। অপরিচিতা এত সহজেই, উপরন্তু এক নীরস বিভাগের এক কর্মকর্তাকে ফোন? যেখানে শুধু রাজস্ব, রাজস্ব, আর রাজস্বের কাজ। সরকারের চালিকা শক্তি, রাজস্বের যোগান দেন। স্যার, অনেক কিছুই বলে ফেললুম। মাফ করবেন। ক্ষমা করবেন, স্যার।

মন থেকে ক্ষমা করবেন। আমি ক্ষমা চাচ্ছি স্যার। স্যার, একজন অপরিচিত মানুষ ভিনদেশি মানুষের সাথে ফোনে কথা বলছি নিশ্চয় আমাকে অনেক খারাপ ভাববেন। অফিসে দেখা। একদিন মাত্র। তাও আবার কয়েক মিনিট মাত্র। আপনি যাই ভাবুন আপনার কথা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমারও ব্যাকুল মনের আকুলতাকে না সামলাতে পেরে ফোন দিলাম, স্যার। যতটাই খারাপ আমাকে ভাবুন, আমি হইবা না হই সত্যই বলছি আপনার সাথে দুমিনিটের কথা হলেও ভালো লেগেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। এমন মিষ্ট ভাষা ও বকবকানিতে রক্তিম জাদুর ফাঁদে পড়ে গেলেন। রক্তিমও বেশ কথা বললেন। জিজ্ঞেস করেছিল আপনি আত্মীয়ের বাসায় এসেছেন অথচ এত কথা বললেন কিভাবে? পরিস্থিতি তৈরি করে নিয়েছি। যাহোক সেদিনের মত কথা শেষ হতে না হতে ইরা বলছিলো যে, আমার ফোনের ব্যালান্স শেষ হয়ে যেতে পারে। ঠিক শেষও হয়।

তারপর রক্তিম ফোন ব্যাক করেছিল। কথা শেষ না হতেই তার ফোনেরও ব্যালান্স শেষ হয়ে যায়। অসমাপ্ত থাকে তাদের কথা। ঘুম হয়েছিল স্বপ্নের মাঝে। অতৃপ্তি মনে, বুকে, হৃদয়ে। পরদিন সকালে ফোনে ব্যালান্স দেওয়ার পর রক্তিম ফোন ব্যাক করেছিল। ফোন ধরে অন্য কণ্ঠের এক পুরুষ। ভয় পেয়ে যায় রক্তিম। কী তালগোল কথা বলে চালাকি করে ফোন রাখে। ঘন্টাখানেক পর আবার ফোন এলো। রক্তিম রিসিভ করে। তবে কাজের ব্যস্ততার কথা বলে সে। বলে ভীষণ ব্যস্ত। প্রায় সময়ই এমন যায়। আমি অবসরে আপনাকে কল দিবো। ভালো থাকুন। কথা হবে। ইরা আল্লাহ হাফেজ বলে, দুজনই ফোন রেখে দেয়। অফিস থেকে ফেরার সময় রক্তিমের মন উচাটন আগত শীতের মাঝেও যেন বসন্ত তার মনে। এতদিন পর, জীবনের যে সময় তার একজন ঘরনি দরকার ঠিক সে সময় এমনজনের আগমন। তার আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু আর কাউকে বলতে পারে না। নীরব আনন্দ, নীরব প্রেম, নীরব লেনাদেনা। পিছুটান যেন সব পালিয়েছে। সে প্রতিষ্ঠিত, যাকে বলে নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে। এমন হওয়াটা তার খারাপ মনে হয়নি। অধিকন্তু এক ভিন্ন অনুভূতি। ভিন্ন রসের কাছে আসা। সবই নিয়তি। প্রভু, আমি একী ভাবছি! একী দেখছী! ইরা জানতে চায় আশেপাশে কোনো জায়গা আছে কিনা যেখানে তারা সাক্ষাৎ করতে পারবে। এবং বলেছিল যে, ছুটির দিনে তার সঙ্গে দেখা করবে। রক্তিমও রাজি হয়ে যায়। ইরার সমস্যা হলো তার আত্মীয় তো সহজে একা ছাড়বে না। শুল্ক স্টেশন যে জেলায়, আত্মীয়ের বাসাও সে জেলা ও থানায়। দুজনের আলাপ হয় যে, তারা একটা জায়গা বলতে, একটা রেস্টুরেন্টে বসবে বলে ঠিক করে। যেমন কথা, তেমন কাজ ইরাকে তার আত্মীয় একা ছাড়তে চায় না। ইরা বলে সমস্যা নাই একা একা ঘুরে ফিরে দেখবো। আমি তো ছোটো না। তারপরও শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধের দিন- তারা দুজন 'কল্পতরু' রেস্টুরেন্টে বসার কথা ঠিক করে। কিন্তু ইরার বান্ধবী, আত্মীয় সব একসাথে বের হয়। তার মন তো মানে না। না পারে বলতে, না পারে ছাড়তে। যদি কথা মতো কাজ না হয়, তাহলে, রক্তিম তাকে প্রতারিকা মনে করবে। আত্মীয়কে যেকোন মূল্যে সে ধোকা দেওয়ার কথা ভাবে। হাঠাৎ করে জ্যামের মধ্যে ইরা চুপ করে পাশ কাটিয়ে আসে। আড়াল হয় তাদের চোখের। একটা গাড়ি রিজার্ভ করে সে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার জন্য। রক্তিম অপেক্ষা করছে। অধীর আগ্রহে। সময়ের চেয়ে ২৫মিনিট পরে। হঠাৎ হাজির হয় ইরা। চমকে উঠে রক্তিম। কী আবেগ, কী ক্ষণ। আকাশ যেন বৃষ্টি দিল প্রশান্তির। নিয়ে গেলো রেস্টুরেন্টে।

এদিকে ইরার আত্মীয় খোঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেলো! কোথায় থাকলো! কী হবে! মেয়ে মানুষের ব্যাপার! জামানা ভালো নয়। সম্ভ্রম, মান, সম্মান, ইজ্জত খুব অনিরাপদ। তাদের বেড়ানো পণ্ড হয়ে গেলো। সব জায়গায় তারা খোঁজাখুজি করছে। কাকে বলবে কে চিনবে। ভিনদেশি মেয়ে। উপরন্তু সম্মান বোধের ব্যাপার। তারপরও তার বর্ণনা দিয়ে খোঁজাখুজি চলছে। ততক্ষণে তাদের মধ্যে কথোপকথন চলছিলো। ইরা রক্তিমকে খুলে বলেছে সে কিভাবে এসেছে। ঠিক একটা বাস্তব সম্মত সময়ের মধ্যে ইরা গাড়ী রিজার্ভ করে বাসায় ফিরে আসে। বুঝিয়ে বলে বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। রক্তিমের মন অতৃপ্ত। পেয়েও যেন হলো না পাওয়া। এলো ঠিকই, হারিয়ে গেলো ইত্যাদি...

ফোনে কথা হবে রাতে...বিদায়, টাটা। যাহোক ইরা ফিরে এসে বললো অ্যান্টি কিভাবে যে এমন হলো বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ একটা বড় গাড়ী এসে সামনে দাঁড়ালো। আপনাদের হারিয়ে ফেললাম। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। মোবাইলটাও পড়ে গেলো। ফোনও দিতে পারছিলাম না। মনটা খুব খারাপ হলো। ছি! বিকেলটা নষ্ট। ঘুরেফিরে দেখবো। প্রতিদিন তো আসা যাবে না। তাছাড়া যদি কোন বিপদ হতো। ফিরে আসতে পারছি এটাই অনেক। পরে একটা দোকানে মোবাইল ঠিক করব ভাবলাম। গিয়ে দেখলাম দোকানদার নেই। তাই একটু দেরি হয়ে গেলো।

ইরা রাতে ঘুমাতে যায়। তবে ঘুম আসে না। বিনিদ্র রাত। বিছানা সবকিছুই বিনিদ্র। মনটা, হৃদয়টা, প্রাণটা, হিয়া বিভোর রক্তিমের চিন্তায়। অতঃপর, কয়েকদিন পর ইরা চলে যায় নিজ দেশে। দেখা পুনঃরায় করতে চেয়েও পারেনি। কিন্তু দেখা হবে চেক পোস্টে সে আশায় দুজন। হ্যাঁ কথা মতো কাজ। দেখা হলো। কথা হলো বহুত, যদিও কথা হয়েছে এক মিনিট। দুজনের চোখ অনেক কথা বলেছে। রেখে যায় একটা চিঠি। বিদায় জানালো চোখের ভাষায়। পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না। জানে স্রষ্টা।

রাতে ফিরে রক্তিম অনেক কষ্টে চিঠিটা পড়ে। কী যে কষ্ট হয়েছে সে চিঠি নিতে। সি.সি. ক্যামেরার যুগ তারপরও হাতে দিতে না পেরে

দিয়েছে পায়ের তলে। বুঝতে দেরি হয়নি ইরার চিঠিটা সংক্ষিপ্ত-তবে হৃদয়ে নাড়া দেবার মতো:

পরদেশি,

হৃদয়ের কাননে প্রস্ফুটিত কুসুমের পুষ্পমাল্য তোমার হৃদয়-স্মৃতির বেদীতে নিবেদন করলাম। অবাক হবার কিছু নেই, চেনা, না-চেনা, রীতিবিরুদ্ধ ব্যাকুলতার বশেই তোমার নয়নে বেসে গেছে আমার নয়ন ও মন। ভেবো না মন্দ, ভেবো না নষ্টা। সত্যই বলছি আমি কিভাবে, কখন যে বিলীন হলাম তোমার হৃদয়ে জানি না।

ভেবো না চরিত্রহীন, না হলে কেমনে অতি সহজে একজন পরদেশি-অচেনা মানুষকে ভালোবাসতে পারে। তোমার পদতলে হৃদয় সঁপে দিয়ে প্রমাণ করব আমি কতো নিখাঁদ ছিলাম তোমার জন্য। বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম। পারিনি প্রকাশিতে কোনো আবেগ কোনোদিন কারো কাছে। তাই তোমার কাছেই করেছি। কারণ তোমাকে না পেলেও লজ্জা পাব না যদি তুমি রাজি না হও। কারণ তোমার চোখে চোখ যখন তখন পড়বে না। ভালো থেকো ভালোবাসা। ভালোবাসা দিয়ে প্রমাণ দিবো অপরিচিত জনও প্রণয়-পিপাসা কাতুর হতে পারে, হতে পারে আপনজন।

ইতি তোমারাই পৃথিবী

পরদেশি

২৯.১১.২০১৮খ্রি.

চিঠিটা পড়ার পর রক্তিমের ভালোবাসা আরো বহু গুণ বেড়ে যায়। প্রতিদিন কথা হয় মোবাইলে। ফেইসবুকে চ্যাটিং। ছবি পাঠায়। দেখাদেখি হৃদয়ের চোখে। তবুও কোথাও একটা অপ্রাপ্তি থেকে যায়। তাই দুজনে আলাপ-করে সীমান্তের কাছে একে অপরকে দেখার জন্য চলে যায়। কাঁটাতারের বেড়া পেরোতে পারে না। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রচণ্ড কড়া পাহারা। এমন করে চোরাভাবে দেখা করেছে। কোনো কথা হয়নি সামনাসামনি। শুধু ইশারা করেছে, বুঝছে যে, ঐ সে রক্তিম আর ঐ সে ইরা। তারা পোশাকের রং বলে নিতো যাতে তাদের চিনতে কোনো সমস্যা না হয়। তবে তাদের এমনভাবে দিন কাটতে চায় না। এক নজর যদি দেখতেই না পায় কেমনে চলে, নয়তো বিয়ে করবে। সমস্যা রক্তিমের বাবা-মা কী করবে, আর ইরার মা-বাবাই বা কী করবে।

দুজনে সিদ্ধান্ত নেয় যেভাবেই হোক তারা পরিবারকে বলবে। তারা বলেও। একজনেরও পরিবার রাজি হয়নি। তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাড়ালো দেশ-সীমানা, মা-বাবার সিদ্ধান্ত। কথা চলে ফোনে, ফেসবুকে। এসে গেলো ফাগুন। তাদের মনেও আগুন। কাঠ-খড়ের আগুনের চেয়ে তার দহন বহুত গুণ বেশি। যে তাপ সহ্য করতে পারে না মন। অনেক কষ্টে দিনরাত কাটে ওদের। বসন্তের এমন দিন আসলো। আগেরদিন কথা হয়। তারা রীতিমতো কাঁটাতারে বসে গল্প করবে। মরণ হলেও ভালো। কীসের সীমনা-রক্ষী বাহিনী। আর কীসের নিয়ম কানুন। প্রেমের আবেদন-নিবেদনই তো কোনো নীতির মধ্যে হয়নি। হঠাৎ দেখা, প্রস্তাব, প্রেম। তবুও বিশ্বাস করেছি দুজন দুজনাকে। চুরি করে সীমান্তের মুখোমুখি হয়েছি। রাখাল ও রাখালিনীর বেশে। গুরু ছাগল নিয়ে পৌঁছায়। জীবনের শঙ্কা পদে পদে। ধাপে-ধাপে, ক্ষণে-ক্ষণে। সেদিন ওরা প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। কোনো রকম সীমানা রক্ষীকে সামাল দেয় ইরা। তাছাড়া গুলি করে দিতো। রক্তিমও বেঁচে যায় অনেক আকুতি মিনতি করে। তারপরও বকশিস দিতে হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে। ইরা মেয়ে ছিলো বলে রক্তিমের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট করেছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি গেলো; এলো ১৪ ফ্রেব্রুয়ারি। পয়লা ফাগুনের পর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে এক অপরকে দেখবেই-প্রবল ইচ্ছা। রাতে কথা হয় ওদের। ইরা বলে তোমার পরিবার মানবে না, আমারটাও মানবে না। আমার মনটা কেবল তোমারই জন্য। সবই তোমার জন্য। আমি দেখা করবোই। তুমি আসবে কিনা বলো?

রক্তিমও বলে তাই। তারপর কথা হয়েছে, যে কোন মূল্যেই তারা সীমান্তে দেখা করবে। আজকে তারা বাসন্তী পোশাকে দেখা করবে। রক্তিম বলেছে, দেখো তারপরও বলি, বেঁচে থাকলে দেখা হবে। বাঁধা ঠেলে দেখা করতে গিয়ে কী হবে বলো? তোমাকে চাই, তোমাকে হারাতে চাই না।

না, রক্তিম এভাবে বলো না। এক নজর হলেও তোমাকে দেখতে চাই। ও এসেছিল বাসন্তী শাড়ি, মালা, বেণী, চোখে কাজল, পায়ে আলতা, চুড়ি-কতো সাজগোজ!

রক্তিমও পড়েছিল সে রঙের পাঞ্জাবি। দুজনার হাতেই গোলাপ। পৌঁছাতে পেরেছিল দুজনই। হঠাৎ চোখে পড়ে সীমানা রক্ষী বাহিনীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নজরে। দুপক্ষের রক্ষীরা বন্দুক তাক করে আসে। দুজনকে স্মাগলার মনে করে কোনো কথা ছাড়াই ফায়ার করে। লুটে পড়ে কাঁটাতারে। রক্তাক্ত হয় মাটি, পৃথিবী। রক্তাক্ত হয় স্বাধীন দুটি মন। রক্তাক্ত হয় সীমান্ত। রক্তাক্ত হয় কাঁটাতার। দুটি হলুদ প্রজাপতির শরীরও রক্তাক্ত হলো। পরে খবরের কাগজে ছাপা হলো: "সীমান্তে শুল্ক সৈনিক সীমান্তে গুলিবিদ্ধ, গুলিবিদ্ধ পরদেশি তরুণী, মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ হলো না।"

■ লেখক: **মোঃ দুলাল উদ্দীন**, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

ক্যান্সারের সাথে বসবাস

রাত ১২ টা। টিকটিক শব্দে ঘড়ির সেকেন্ড'র কাটা এগিয়ে চলছে। ফেলে যাচ্ছে কিছু স্মৃতিময় সময়। আহ্বান নতুন বছরের। ক্যালেন্ডারে এখন ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারী। রোহানের চোখে ঘুম নেই। ২০১৮ সাল, মানে একটি বছর, ৩৬৫ দিন, ৮৭৬০ ঘন্টা, ৫২৫৬০০ মিনিট। রোহান ভাবছে, কতগুলো গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে একটি বছর সহজে হিসেব করা গেলেও মানুষের জীবন কী এত সহজে হিসেব করা যায়। ভাবনায় জানালার ফাঁকে রোহানের চোখ বাঁধলো জোনাকি পোকার টিপটিপ আলোতে। তাইতো! জোনাকি পোকার জীবনে আলো জ্বলছে আবার নিভুও হচ্ছে। আলো অন্ধকারের বাড়াবাড়িতে মানুষের জীবনও তো জোনাকি পোকার মতই। আলো অন্ধকারের অনিশ্চিত জীবনেও কিন্তু মানুষের চাওয়া থাকে, স্বপ্ন থাকে। এই যেমন রোহানও চেয়েছিলো মানুষের মত মানুষ হবে, বড় চাকরী করবে। মানুষের পাশে দাঁড়াবে। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে রোহান ভর্তি হয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করে। বেকার নামক নতুন পরিচয়ে রোহানের জীবন ছুটে চলছিল লাগামহীন ঘোড়ার মত। ভাবতে ভাবতে রোহান কল্পনার রাজ্যে ছুটে চলছে। হঠাৎ রোহান কাঁধে স্পর্শ অনুভব করলো। কল্পনার ছোটাছুটি থেকে স্বাভাবিকে ফিরে এলো। রিনি বলতে থাকল রাত পোহাবার আর দেরী নেই। তখন ভোরের আলোতে মাখামাখি করছে সবুজ ঘাস, হিমেল হাওয়ায় ফুলগাছগুলো দোলা খাচ্ছে আর মেহগনির ডালে বসে পাখি কিচির মিচির করছে। ফ্রেশ হয়ে রোহান বের হলো ডাক্তার মহাশয়ের চেম্বারের উদ্দেশ্যে। কারণ আজ ফলোআপ ডেট। রোহান আজ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবে- "পিঠ ব্যাথা কী কেমো বা রেডিওথেরাপির ইফেক্ট স্যার? অসহ্য পীড়া নিয়ে সারাদিন কাজ করি, রাতে ঘুমাতে পারি না। না থাক, জিজ্ঞেস করব না। স্যার যদি আবার টেষ্ট দেয়। আবার ইনজেকশনের সুচ, ওফ... ক্ষত-বিক্ষত করবে আমার হাত, আমার শরীর। আর মন, সে তো ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে অনেক আগেই। যেদিন জেনেছিলাম আমি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। থাক এসব কথা। আর কত? আজ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব- স্যার আমি কী ক্রিকেট খেলতে পারব এখন?" রোহানের মনে পড়ছে রিনি প্রেমে পড়েছিলো ক্রিকেট খেলা দেখে। হল আর খেলার মাঠ পাশাপাশি হওয়ায় রিনি হলের জানালার গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে থাকত রোহানের খেলা দেখার জন্য।

ডাক্তার মহাশয়ের সামনে বসে আছে রোহান। রোহানের কেমোথেরাপির সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত বদরুল নামে একজন ভদ্রলোকও কেমো নিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি মারা গেছেন। খবরটি জানার পর গুছিয়ে রাখা কোনো প্রশ্নই রোহান ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেনি। শুধু জানতে চেয়েছিলো রিকোভার হবার সম্ভাবনা কতটুকু। বাকরুদ্ধ রোহান বলতে পারেনি ডাক্তারকে, "আমি বাঁচতে চাই, কারণ, বাবা মা তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে আমায় বড় করেছেন। রিনি আমার জন্য আট বছর অপেক্ষা করেছে। আমি রিনির সাথে থাকতে চাই।"

নিয়তি রোহানের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে ২০১৮ সালে। ২০১৬ সাল থেকে বিসিএস নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলার ২ বছর পর এই ১৮ তেই রোহান চাকরি পায়। দীর্ঘ আট বছরের অবসান ঘটিয়ে ১৩ এপ্রিল রোহান রিনিকে বিয়ে

করে। চাকরীতে যোগদানের ৩ মাস পর নিয়তি নিষ্ঠুর আচরণ করে রোহানের প্রতি। শরীরটা অবশ্য কয়েকদিন আগে থেকে খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু ৩০ এপ্রিল সোজাসুজি হাসপাতালে। হাসপাতালের ফিনাইলের গন্ধ আর হাতের শিরায় শিরায় প্রবাহমান স্যালাইনের শিরশির অনুভূতি, সাথে রড লাইটের তীব্র আলোয় মাথা ভার ভার ভাব রোহানের। আশেপাশে সাদা ড্রেস পরিহিত নার্সদের ছোটাছুটি। উফ! কী...সময়টা! এরপর এই টেষ্ট, সেই টেষ্ট, হরেক রকমের টেষ্ট। সরু সুইয়ের খোঁচায় রোহান দেখতে পায় টেষ্টটিউবে নিজের রক্ত। ডাক্তার মহাশয় বললেন লিম্ফোমা। নন-হচকিন্স টাইপ। অভিভাবকের সাথে কথা বলা প্রয়োজন। জরুরী চিকিৎসা দরকার। সহকর্মীরা আশ্বাস দিলেও প্রযুক্তির কল্যাণে ততক্ষণে রোহানের জানা হয়ে গেছে রোগটা আর কিছুই নয়। মারণব্যাধি। রোহান নিজে ক্যান্সার বা কর্কট রাশির জাতক। সে ভাবল, বাহ! ভালই তো, ক্যান্সার শব্দটি জীবনের সাথে আরও ওতপ্রোতভাবে জড়াচ্ছে। এভাবেই রোহানের ক্যান্সারময় জীবনের সাথে ছুটে চলা। বিষে বিষক্ষয় কেমোথেরাপিতে রোহান মনে করতে থাকে সেই দিনগুলোর কথা। হাতে ক্যানোলা লাগাতে নার্সরা কত কষ্টই না দিয়েছে। দামি রং বেরঙের তরল ঔষধগুলো যখন শিরার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে তখন সমগ্র পৃথিবীকে মনে হত দুর্গন্ধময়। শরীরকে মনে হত শক্তিহীন একটি জড়বস্তু। আর দামি ঔষধ খেয়ে বমি ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা। ঝড়তে থাকে চুল, নখের রং হয় বিবর্ণ, তীব্র মাথা ব্যাথায় রোহানের মনে হতো অর্থহীন এ বেঁচে থাকা শুধুই কষ্টকর। রোহান মনে করতে থাকে সেই দিনগুলোর কথা যখন সে শুধুই বেঁচে থাকতে চাইত তার মা-বাবা ও জীবনসঙ্গীর জন্য। সময়ের সাথে সাথে শেষ হয় কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি কোর্স। ডাক্তার আশ্বাস দেয় ৬০% রোগীরাই ভাল হয় কিন্তু সবসময় তাদের চেকআপের মধ্যে থাকতে হবে। তখন রোহানের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল বাকী ৪০% এর কী হয়? রোহানের খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল এই ৬০% এর মধ্যেকার সেও একজন। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে রোহান রিনির হাত ধরে হাটতে থাকে আর ভাবতে থাকে আরও ৬০ টি বছর যদি এভাবেই তারা হাতে হাত রেখে চলতে পারতো। রোহান ভাবে বেঁচে থাকাটা কতটাই না সুখের যদিওবা সেটা ক্যান্সারের সাথে বসবাস।

লেখক: **মো. আবু তাহের খান,** সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

অভিজ্ঞতা

জীবন সমুদ্রের বিপুলতার মাঝ থেকে কিছু অভিজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ আজ ঘটাতে যাচ্ছি তাও চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার। আমার কর্মজীবন শুরু হয় এনজিওর মাধ্যমে যেখানে সাড়ে তিন বছর, এর পর কোম্পানিতে আড়াই বছর, সবশেষে সরকারি জবে এক বছর পার করলাম।

আমি লেখা পড়া করি ভেটেরিনারি সাইন্স- এ। পাশ করার পরই এনজিওর মাধ্যমে আমার কর্মজীবন শুরু হয় ২০১০ সালে। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার নুনখাওয়ার চরে আমার পোস্টিং, সিএলপি(চর জীবিকায়ন কর্মসূচী) নামক প্রজেক্টের দাতা সংস্থা ছিল ইউ কে এইড। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের চরাঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। আমি ১৯৭৪ সালের রৌমারীর দূর্ভীক্ষ দেখিনি, কিন্তু, ২০১০ সালেও চরাঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান দেখে কিছুটা অনুভব করা যায়। ২০১০ সালেও মোটরসাইকেলে চড়ে ঢুকলে বৃদ্ধ মহিলা পুরুষরা মোটরসাইকেলের কাছে আসতো। তারা মোটরসাইকেল দেখলে মনে করতো দাতা সংস্থার লোক নাম নিতে আসছে। সিএলপি বর্তমান সরকারের একটি বাড়ী একটি খামার টাইপের মতো কাছ করে। আমি এ প্রজেক্টে কাজ করার সুবাদে এক হাজারের অধিক গরু কেনার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আমার বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের মধ্যে একটি গরু কিনে দিতাম। এছাড়া শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা করতাম। এ প্রজেক্ট শেষ হওয়ার তিন বছর পর রংপুরের এক চরে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। সেখানে এক সিএলপি সদ্যস্যের সাথে কথা হয়, তিনি বলেন, সিএলপির একটি গরু থেকে আমার সাতটি গরু হয়েছে। এর মধ্যে দুইটি বিক্রি করে মেয়ে বিয়ে দিয়েছি। আশে পাশে আরো কয়েকজনের সাথে কথা বলে একই চিত্র পাই। শুনে ভালই লাগছিলো। কুড়িগ্রামে প্রতি বছর ছোট বড় বন্যা হয়েই থাকে। ২০১৫ সালে আমার এনজিও(এইড কুমিল্লা) থেকে বন্যার্তদের রিলিফ দেওয়া হয়েছিল। আমার নেতৃত্বে রিলিফ দেওয়া হয় নুনখাওয়া ইউনিয়নের ব্যাপারীর চরে।আমি নৌকা নিয়ে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে নাম লিস্ট করি। প্রত্যেক বাড়ীর প্রায় চাল বরাবর পানি। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এক বাড়ীতে পানি না উঠায় তাকে লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করিনি। বাড়ীটি ছিল মাতব্বরের। পরের দিন যখন চরে যাই, মাতব্বর আমার মোটরসাইকেল আটকে রাখে। যদিও সে বেশি সুবিধা করতে পারেনি।

এর পরের কর্মজীবন শুরু করি কোম্পানিতে। আমান ফিড এন্ড চিক্স নামক প্রতিষ্ঠানে আমি আড়াই বছর জব করি। এই জবের সুবাদে আমি বরিশাল বিভাগ, টাঙ্গাইল, নোয়াখালি সহ রংপুর বিভাগে কাজ করি। এখানে কাজের ধরণ ছিল কাস্টমার সার্ভিসের মতো। অর্থ্যাৎ খামারিদেরকে টেকনিক্যাল নলেজ সরবরাহ করতাম। ব্যাগ নিয়ে ডিলারের দোকানে গিয়ে বসে থাকতাম। ডিলারের ব্যবহারে কাজটা বিরক্তিকর লাগত। অনুপ্রেরণা পেতাম আমার ক্যাম্পাসের এক ছোট ভাইকে পাশে পেয়ে। যে কিনা রংপুর জিলা স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিলেন। হতাশা ছাড়া সমানে কাজ করে যাচ্ছে। আসলে মানুষ ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার কারণ আমার বর্তমানে এক কলিগ বুয়েট পাশ, আর এক কলিগ ডিগ্রী পাশ। যা হোক কোম্পানির জবে দেখছি অনেক টাউট হতে হয়, আর চামড়া মোটা হতে হয়। এ জবে অনেক কষ্ট হয়, তবুও যখন একজন গরীব খামারি জোর করে চা খাওয়ায়ে বলে ভাই এবার আপনার পরামর্শে এই সেড থেকে বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে অন্য রকম শান্তি অনুভব করতাম। সব কষ্ট ভুলে যেতাম।

এর পরের কর্মজীবন সরকারি জব যা পাওয়ার আগে সোনার হরিণের চেয়েও বেশি মনে হতো। ৩৫ তম বি.সি.এস এর নন ক্যাডারের সুপারিশে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে চট্টগ্রাম কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট এ যোগদানের মাধ্যমে। এক বছর হয়েই গেল। কাজ বুঝতেছি, করতেছি, ইনজয় করতেছি। ভালই লাগছে তবে কাজটা অনেক সময় রিস্ক মনে হয়। এখানে অনেক ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয়। ভালো লাগে একজন অমায়িক লিডারের সংস্পর্শ পাওয়াটাকে।

কিছু সুখকর কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে চলছে আমার চাকরি জীবনের রেল গাড়িটা। এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞার আলোকে আমার মনে হয়েছে ভাল ব্যবহার, পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বপরি চাটুকারিতা তথা তোষামোদী এই জীবনের জন্য অপরিহার্য। চাকুরি জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে আমিও চলছি আমার সেই ঘরের দিকে যে ঘর আমার এই দেহটাকে তার সাথে আপন করে মিশিয়ে রাখবে অনন্তকালের জন্য। জানিনা আমার সেই ঘর আমাকে কতটুকু আগলে রাখে।

■ লেখক: **জাহাঙ্গীর আলম,** সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট চট্টগ্রাম।

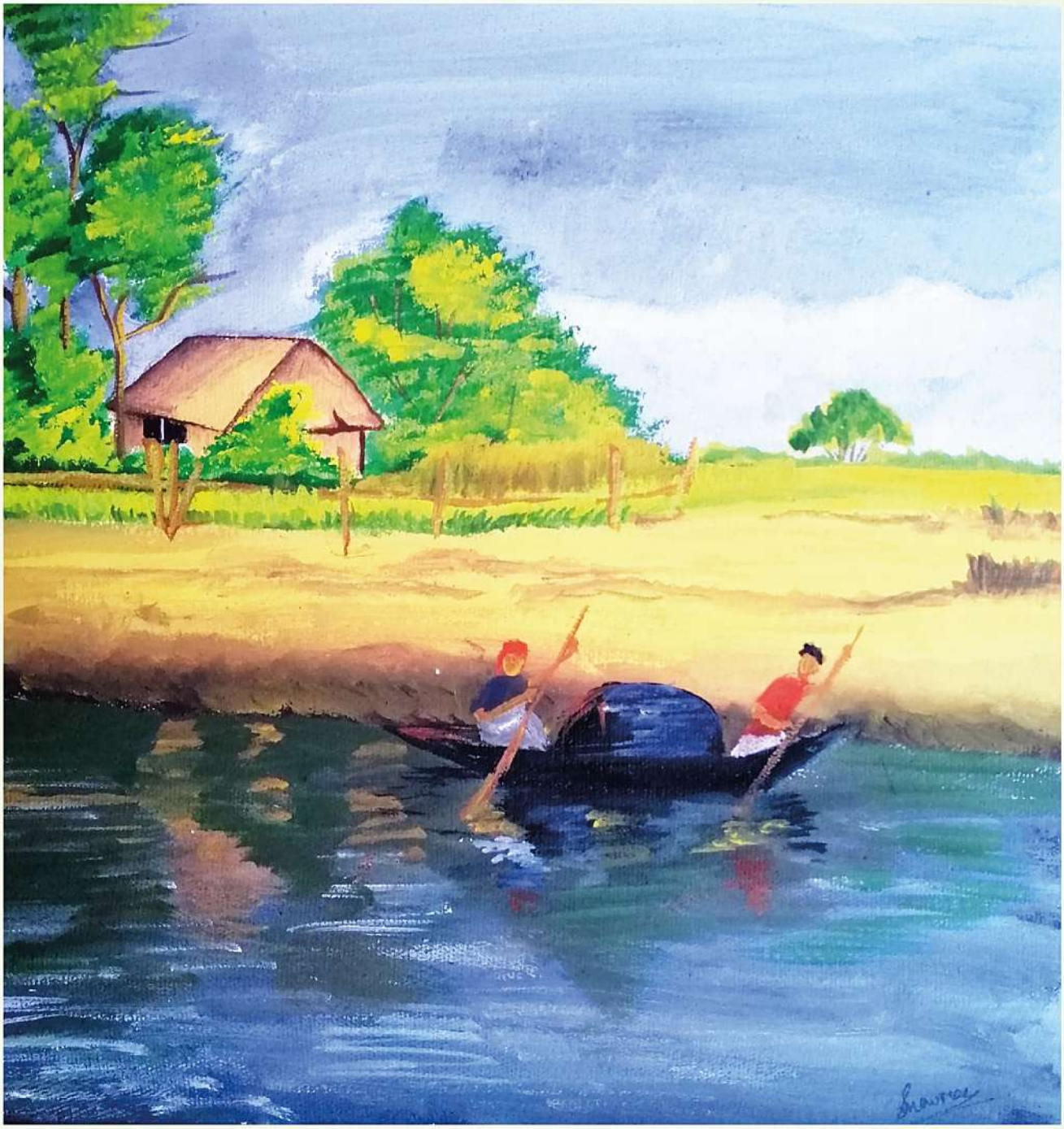

Farhana Sharmin Mowree

A-Level Student. Daughter of Md. Azizur Rahman, Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chattogram.

বালুচরে বাঁধা ঘর

নশ্বর এই ধরা ছেড়ে যেতে হবে সবার;
ধনী-গরীব কিংবা আমির-ফকির;
কারোই থাকার নাই অধিকার।
যেতে হবে তবু থেকে যাবার বাসনা;
মিছে মায়া-সংসার, বালুচরে বাধা ঘর;
সুনামি-সাইক্লোন, ক্লান্তিহীন পথচলার যন্ত্রণা;
সব ফেলে যেতে চাই না, তবু চলে যেতে হয়।

শবযাত্রা দেখে থমকে দাড়াই, একটু ভাবি;
আমারও তো হবে যেতে দু'দিন আগে কিংবা পরে;
এর পরই ভুলে যাই, আবার রঙিন বেলুন উড়াই।
যে যাবার সে তো চলেই গেছে কী আর হবে ভেবে?

ছন্দের মালায় যে কবি গেঁথেছে 'সোনালী কাবিন',
তাকেও তো চলে যেতে হলো।
যে দেহে নেই প্রাণ তার আবার কিসের রং?
তবুও নীল নাকি সাদা এসব নিয়ে মন্তব্যের ঝড়।
আমরা কেন পারি না সব রং ভুলে গিয়ে;
স্বপ্ন দেখতে শুধু লাল-সবুজের।

■ লেখক: **মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া**
সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

রহস্য সুন্দর

বাইরে থেকে তবে কি শুধু আলোটাই চোখে পড়ে
বিষন্ন অন্ধকার নিকশ কালো হে ব্রহ্ম,
তবে কি আমি কানামাছি।
এই বুকে হিমাদ্রী নীল তারই চূড়ায় করো বাস
দিন শেষে নিকেতনে অনিকেত খাপছাড়া শূণ্যতা
প্রতিটি নূতন, হে পুরাতন।

চেনা এ ধরিত্রী চারপাশ সৃজনে সুন্দর তুমি তাই
ঐ চোখ সমগ্র চেনা হয়ে যায় জ্ঞাতসারে জড়।
কমল কামিনী কাঞ্চন করে কনিস্কের কায়া
এর রহস্য সুন্দর বিবশ করে মস্তিষ্ক ককপিট।
জীবন পঞ্চমীর চেয়ে চাই অপ্রয়োজনীয় ষষ্ঠী, হে ব্রহ্ম
দৃষ্টি, কণ্ঠ ও স্পর্শ সীমায় যখন ধ্রুপদী তোমার বাস।
হঠাৎ আমাজন অন্ধকার হে অতল সুন্দর
দিনশেষে খেমা; প্রতিটি নূতন হে পুরাতন।

কল্লোলিত জলে অবগাহন ক্রমশনিরুত্তাপ
উদ্বেগ অভিযাত্রী বালুত্তাপনা ছড়াক বালু ঝড়ে।
বিকল না হোক অনুভূতির সাত্বিক প্রসার
বিমর্ষ হোক আকণ্ঠ ব্যপ্তিক বিবমিষা।
এককালে অনাকালে অহর্ণিশ থেমে যায়
চৈত্যের মাঠে জমে আষাঢ়ের সজ্জিত জল।
গোধূলির কণ্ঠনালীন আরক্তিম বিভাবসু
হে ব্রহ্ম, নূতন পুরাতনে হোক সহস্র সুন্দর।
ক্রমশ বিলম্বিত তুমি সম্বিৎ ফিরে পাও স্বয়ম্বরে
আলো অন্ধকারে খুঁজে পাও নন্দিত সুন্দর।
যদি মনে হয় দূরাচার তাই এ দূরে থাকা
ধ্রুপদি তোমায় ভীষণ প্রয়োজন যাপিত অপ্রয়োজনে।

■ লেখক: **মোঃ ফারুক হোসেন**
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

পিছুটান

রিসাং ঝর্ণা, মাইনি, পানছড়ি ছেড়ে
আজ আমি কর্মযজ্ঞের মধ্য দুপুরে
যাপিত জীবনের কাঠখড় ভুলিয়ে রেখেছে
আমার সমুদ্র সৈকত, আলুটিলার উদ্দাম কৈশোর।
চৈত্রের দুপুরে আজও নামি স্মৃতির চেঙ্গি নদী জলে।

মাঝখানে কেটে গেছে বহু বসন্ত, তপোবন, উপবন, সমীরণ স্মৃতি।
পুত্রজায়া, পেনাং, সাবাহ এর সময়গুলো
জড়িয়ে আছে আজও অলকানন্দায়।
কৃষ্ণ, কাবেরি, নর্মদা আজও পতিত হয় আরব সাগরে।
রূঢ়চোখ, ভূখা চোখের এই কন্টক পথে
দেখি বিলাসি দ্বিচারি জ্ঞানপাপী সদাচারী দল
নীলাম্বর কেমন কদর্ম হয় স্বচারিত দিগম্বরে
তাইফিরি মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, রামগড়
সেখানে কেটেছে আমার বাঁধাহীন উদ্দাম কৈশোর।
প্রান্তিক, বটতলা, উত্তরা, শাটল ট্রেন আর
মেঘভেদ করে ছুটে চলা দুরন্ত পাহাড় যেখানে
বসে আমি দেখি খবং পড়িয়া দেবতা পুকুর,
অরণ্য কুঠির আর অ্যাদোশিরা মোন।
প্রিয় খাগড়াছড়ি আমাকে কাছে টানে,
যেখানে নেই পাপ কৃষ্ণ কলোরব।

■ লেখক: **সমাপ্তি চাকমা**
সসহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

আর কত...

আর কত কপাল পুড়বে বল?
আর কত জীবন নিষ্পেষিত হবে?
আর কত জীবন পুড়ে হবে ছারখার?
বোন হারাবে আদরের ছোট্ট ভাইটিকে,
প্রিয়তমা হারাবে ভালোবাসাকে,
মা হারাবে তার প্রিয় সন্তানকে।
আর কত জীবন পোড়ালে,
তবেই তুমি হবে ক্ষান্ত।

চারদিকে বাতাস আজ ভারী হয়ে উঠেছে,
দম ফেলার জায়গাটুকু নেই,
জীবন হয়েছে পোড়া কয়লাময়।
চার দেয়ালে বন্দী জীবন,
সংকীর্ণ রাস্তার গলিতে,
আর কত অপরিকল্পিত নগরায়ন।
আর কত নিমতলী, চকবাজার, বাবুবাজার,
এখুনি থামাও পথিক তবে,
তোমার এ হুংকার।

■ লেখক: **মোঃ দেলোয়ার হোসেন**
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

তাছনিম জান্নাত অনন্যা, নবম শ্রেণি, আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
পিতা- মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া (সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম)

সিডনি বৃত্তান্ত-৩

উড়োজাহাজের আগন্তুক

রাত্রি চতুর্থ প্রহরে এয়ার হোস্টেসদের হাঁটাচলার শব্দে ঘুম ভাঙলো। ঘড়িতে বাজে রাত সাড়ে চারটা। বিমান ল্যান্ড করবে ৭ টা ৪০ মিনিটে। এতো আগে আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই একটু বিরক্ত হলাম। এয়ার হোস্টেসদের কর্মকান্ডে বুঝা গেল নাশতা সার্ভ করা হবে। পেটে ক্ষুধা নেই, কিন্তু এখন না খেলে পরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন পার হতে হবে। আর যদি অস্ট্রেলিয়ান কাস্টমসের র‍্যান্ডম চেকিং এ পড়ি তাহলে তো আরো দেরি হবে। তার চেয়ে এখন নাশতা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এয়ারহোস্টেস খাবার সার্ভ করতে আসলে প্যান কেকস উইথ ম্যাপল সিরাপ এন্ড স্ক্র্যাম্বল্ড এগস নিলাম। প্যান কেক আমার খুব পছন্দের। তাছাড়া সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের খাবারের মান ভালো। তাই খেতে সমস্যা হলো না। আবার ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা বাজে মাত্র। ঠিক করে নিলাম বাকি সময়টা বিখ্যাত টিভি সিরিয়াল ফ্রেন্ডস দেখতে দেখতে পার করে দিবো। আমার আশেপাশের অনেককে দেখলাম ইনকামিং প্যাসেঞ্জার কার্ড পূরণ করছে। আমি ঘুমানোর আগেই পূরণ করে রেখে দিয়েছি। তাই আমার আর ঝামেলা নেই।

১১ টি ক্যাটাগরিতে যাত্রীদের ডিক্লেরাশন দিতে হয়। এমনকি অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন হলেও। অস্ট্রেলিয়ার মাইগ্রেশন রেগুলেশনস অনুযায়ী শুধুমাত্র কিছু সুনিন্দিষ্ট ব্যক্তিদের ডিক্লেরাশন দিতে হবে না। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম যাচ্ছি বলে পূরণ করতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। কারণ সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে পূরণ করতে হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্যাটাগরি দেখে বেশ অবাকও হয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্যাটাগরির কথা না বললেই নয়। কাস্টমসে চাকরি করি বলে প্রথমেই চোখ পড়ল কারেন্সি ডিক্লেরাশনের ঘরে। যেমন-দশ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার বা তার অধিক বা সমমূল্যের অন্য দেশের কারেন্সি থাকলে অথবা বিজনেস বা কমার্সিয়াল ব্যবহারের জন্য আনিত পণ্য বা স্যাম্পল অথবা ৯০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বেশি কোনো পণ্য, গিফটসহ, ওভারসিজ থেকে ক্রয় করা হলে অবশ্যই ডিক্লেরাশন দিতে হবে। এছাড়া মাটি, এমন কোনো পণ্য যার সঙ্গে মাটি লেগে আছে বা ফ্রেশওয়াটার এলাকায় ব্যবহৃত হবে এমন কোনো পণ্য যেমন- স্পোর্টস/রিক্রিয়েশনাল ইকুইপমেন্ট, জুতা নিয়ে ভ্রমণ করলে অথবা বিগত ৩০ দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো খামার, খামারের প্রাণি, বুনো এলাকা বা ফ্রেবশওয়াটার এলাকা বা লেকের সংস্পর্শে থাকে তাহলেও তাকে ডিক্লেরাশন দিতে হবে। এমনকি বিগত ৬ দিনের মধ্যে কেউ যদি আফ্রিকা, সাউথ বা সেন্ট্রাল অ্যামেরিকা বা ক্যারিবিয়ানে বসবাস করে থাকে তাহলে তাকেও ডিক্লেরাশন দিতে হবে। ডিক্লেরাশন ক্যাটাগরি দেখলেই বোঝা যায়, ওরা কতো অর্গানাইজড ও সচেতন। ওদের পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

পাশের সিটে বসেছে এক নাক চ্যাপ্টা এশিয়ান। প্রথমে ভেবেছিলাম সিঙ্গাপুরিয়ান, দুই মেয়েসহ সস্ত্রীক অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু পরে ভুল ভাঙলো। সেই প্রথম কথা বললো। সে ভেবেছিল আমি মনে হয় ইন্দোনেশিয়ান বা ফিলিপিনো হবো। বাংলাদেশী শুনে সে তো পুরোই অবাক। যাই হোক আমি মাস্টার্স করতে যাচ্ছি শুনে সে খুশি হলো। নাকি ভান করলো কি জানি। তাতে আমার কি আসে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, সিডনি বেড়াতে যাচ্ছে নাকি? উত্তরে বললো, ওরা এখন অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। আদি নিবাস মালয়েশিয়া। সেই ৯০ এর দশকে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে এসেছিল, তারপর আর ফিরে যায়নি। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিন্নিয়ারিং ফার্মে চাকরি করছে। এখন সিডনিতেই থাকে, এপিং এ। কী কাকতালীয় ব্যাপার, আমিও এই এপিংয়েই বাসা ঠিক করেছি। ওকে ব্যাপারটা খুলে বলার পর দু'জনেই হাসলাম। আমি স্টুডেন্ট শুনে কেমন করে টাকা সেভ করা যায় কিছু দারুণ বুদ্ধি দিলো। আবহাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই জানালো সিডনিতে নাকি ইদানিং শিলাবৃষ্টি হচ্ছে,

আগে যা কখনো হতো না। শিলাবৃষ্টি নিয়ে সে এতই উচ্ছ্বসিত যে, বলতে বলতে নিজ বাসার উঠানের ভিডিও দেখাল। শিলা পড়ে তার বাসার উঠান সাদা হয়ে গিয়েছে। আমিও তাকে জানালাম, আমাদের বাংলাদেশেও শিলাবৃষ্টি হয় এবং এই শিলাবৃষ্টিতে অনেক সময় মানুষ মারাও যায়। কথা বলতে বলতে জানালার দিকে তাকালাম। দিনের প্রথম আলো তখন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। সূর্যের কমলা আলো বিমানের ডানায় পড়ে কমলা রঙের আভা ছড়াচ্ছে। চট করে ছবি তুলে নিলাম। কিন্তু চোখের দেখার যে অপরূপ সৌন্দর্য, ক্যামেরা তা খুব কমই ধরতে পারে।

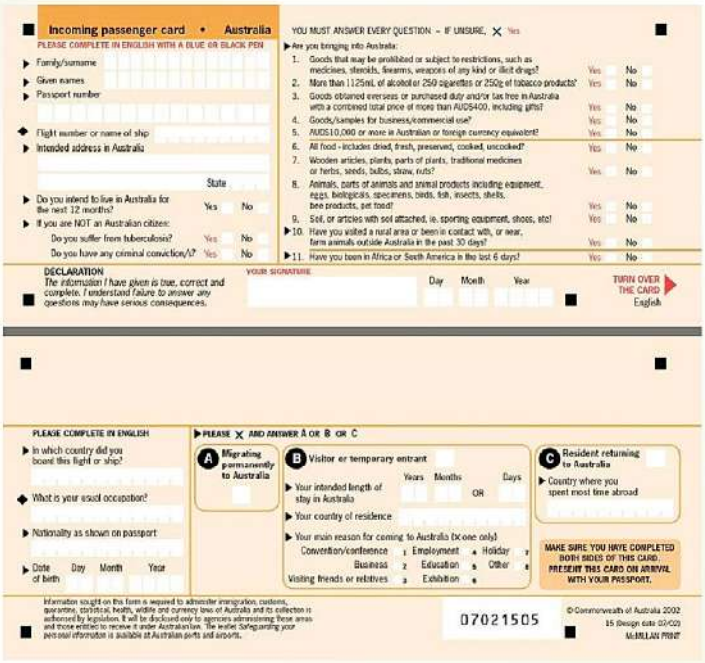

Incoming passenger card • Australia

PLEASE COMPLETE IN ENGLISH WITH A BLUE OR BLACK PEN

Family/surname
Given names
Passport number
Flight number or name of ship
Intended address in Australia
State
Do you intend to live in Australia for the next 12 months? Yes No
If you are NOT an Australian citizen:
Do you suffer from tuberculosis? Yes No
Do you have any criminal conviction/s? Yes No

YOU MUST ANSWER EVERY QUESTION – IF UNSURE, ✕ Yes

Are you bringing into Australia:
1. Goods that may be prohibited or subject to restrictions, such as medicines, steroids, firearms, weapons of any kind or illicit drugs? Yes No
2. More than 1125mL of alcohol or 250 cigarettes or 250g of tobacco products? Yes No
3. Goods obtained overseas or purchased duty and/or tax free in Australia with a combined total price of more than AUD900, including gifts? Yes No
4. Goods/samples for business/commercial use? Yes No
5. AUD10,000 or more in Australian or foreign currency equivalent? Yes No
6. All food - includes dried, fresh, preserved, cooked, uncooked? Yes No
7. Wooden articles, plants, parts of plants, traditional medicines or herbs, seeds, bulbs, straw, nuts? Yes No
8. Animals, parts of animals and animal products including equipment, eggs, biologicals, specimens, birds, fish, insects, shells, bee products, pet food? Yes No
9. Soil, or articles with soil attached, ie, sporting equipment, shoes, etc? Yes No
10. Have you visited a rural area or been in contact with, or near, farm animals outside Australia in the past 30 days? Yes No
11. Have you been in Africa or South America in the last 6 days? Yes No

DECLARATION
The information I have given is true, correct and complete. I understand failure to answer any questions may have serious consequences.

YOUR SIGNATURE
Day Month Year

TURN OVER THE CARD
English

PLEASE COMPLETE IN ENGLISH

In which country did you board this flight or ship?
What is your usual occupation?
Nationality as shown on passport
Date of birth Day Month Year

PLEASE ✕ AND ANSWER A OR B OR C

A Migrating permanently to Australia

B Visitor or temporary entrant
Your intended length of stay in Australia Years Months Days OR
Your country of residence
Your main reason for coming to Australia (tick one only)
Convention/conference 1 Employment 4 Holiday 7
Business 2 Education 5 Other 8
Visiting friends or relatives 3 Exhibition 6

C Resident returning to Australia
Country where you spent most time abroad

MAKE SURE YOU HAVE COMPLETED BOTH SIDES OF THIS CARD. PRESENT THIS CARD ON ARRIVAL WITH YOUR PASSPORT.

Information sought on this form is required to administer immigration, customs, quarantine, statistical, health, wildlife and currency laws of Australia and its collection is authorised by legislation. It will be disclosed only to agencies administering these areas and those entitled to receive it under Australian law. The leaflet Safeguarding your personal information is available at Australian ports and airports.

07021505

©Commonwealth of Australia 2002
15 (Design date 02/02)
McMILLAN PRINT

সিংগাপুর এয়ারলাইন্সে করে সিডনিতে যাচ্ছি। ফ্লাইট নাম্বার এসকিউ২২১। এয়ারবাসের নতুন বিমান, মডেল এ৩৮০। অনেক বড়ো বিমান। ডাবল ডেকার। ৪ ক্লাস লে-আউটে ৪৪১ জন যাত্রী আর ২ ক্লাস লে-আউটে ৬১৫ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করা যায়। সিংগাপুর এয়ারলাইন্স যে মডেলের এয়ারবাস ব্যাবহার করে তাতে সর্বোচ্চ ৪৪১ জন যাত্রি বসতে পারে। সম্ভবত আমাদের বিমানের যাত্রী ধারণক্ষমতাও তাই। আমাদের বিমানের পাইলট খুব প্রফেশনাল। সুনিপুণভাবে বিমানটিকে ল্যান্ড করালো। টেরই পেলাম না কখন ল্যান্ড করলো। এখন ইমিগ্রেশন পার হতে হবে। সে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক তাই তার জন্য আলাদা কাউন্টার। আর বিদেশীদের জন্য ভিন্ন কাউন্টার। তাই লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো। সে অবশ্য তাদের সঙ্গে এপিং পর্যন্ত যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু তাকে বললাম ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের পিক আপ করতে গাড়ি আসবে, তাই কোন সমস্যা হবে না। লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম।

বিমানে দেখা লোকটার সঙ্গে। সিংগাপুর থেকে একসাথে ভ্রমণ করলেও পরিচিত হয়েছি ভ্রমণের একদম শেষদিকে এসে। কথা বলেছি বড়জোর আধা ঘন্টার মতো। অথচ এর মধ্যে আমরা একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছি। ক্ষণিক পরিচয়ে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। দুজন দুজনের অনেক কথা শেয়ার করেছি। আমাকে আপন মনে করে সে বেশকিছু চমৎকার সাজেশন্স দিয়েছে। হয়তো সে তার ছাত্রজীবনে ফিরে গিয়েছিল। আমারও খুব ভালো লাগলো তার আন্তরিকতা দেখে। হঠাৎ মনে হলো কী অপরূপ ও বৈচিত্র্যময় জীবন আমাদের সে আর আমি একই শহরে থাকবো, ঘোরাঘুরি করবো। অথচ ভবিষ্যতে আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে। অদ্ভূত জানি না, এই প্রবাস জীবনে আর কি কি ঘটনা অপেক্ষা করে আছে চমকে দেয়ার জন্য।

লেখক: **নিপুন চাকমা**, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

মেঘের দেশ:
সাজেক-এ একদিন

খুব ভোরে উঠা সত্ত্বেও অপেক্ষা করতে হলো কখন সকাল হবে। হোটেল রুমের বিছানায় থেকে দেখছি শীতের সকালের অপরূপ কুয়াশার চাদরে ঢাকা সেই প্রকৃতি যা মনের ভিতরে এক অপূর্ব ভালোলাগার সৃষ্টি করে।

মনটা আনচান করতে থাকে। কখন রওয়ানা করব সেই মেঘের দেশ, সাজেক-এ। যেহেতু আগে থেকেই বুক করা ছিল আমাদের চান্দের গাড়ি, ড্রাইভার মিজান কল দিয়ে বলল স্যার আমি হোটেলের নিচে অপেক্ষা করছি। সোনালী রোদ যেন আছড়ে পড়তে চাচ্ছে পুরো খাগড়াছড়ি শহরটাতে। যা হোক আমাদের গাড়ি যাত্রা শুরু করলো খাগড়াছড়ি থেকে দিঘীনালার উদ্দেশ্যে।

দিঘীনালায় নেমে পানি ও প্রয়োজনীয় কিছু কিনে নিলাম; কারণ, সাজেক-এ সব জিনিসের দাম একটু বেশি। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে গেলাম হাজাছড়া ঝর্ণা দেখতে। দিঘীনালা থেকে প্রায় ১৫-২০ মিনিটের মতো লাগে ঝর্ণায় যেতে। বাঘাইহাট আর্মি ক্যাম্পের একটু আগেই রাস্তার পাশে জীপ থেকে নামিয়ে দিল। এরপর ঝিরি ধরে ১৫ মিনিট হেটে দেখা পাওয়া গেল সেই ঝর্ণার। অনেক দূর থেকেই হঠাৎ ঝর্ণার পানি-পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এতো কাছে গিয়েও ঠান্ডা পানিতে শুধু পা ভিজিয়ে চলে আসতে হলো। ইচ্ছে করলো ঝর্ণার উপরেও যাওয়ার। কিন্তু যাওয়ার পথটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তাই, না-যাওয়াই ভালো মনে হলো। ঝর্ণা দেখে আবার জিপের কাছে চলে আসলাম। এখন অপেক্ষার পালা। ১০:৩০ টার এসকর্টে আর্মিদের সাথে যেতে হবে। আমরা সেখানে হালকা নাস্তার পর ধোঁয়া-ওড়া চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎ মুহুমুহু বাঁশির শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠল। এক আর্মি অফিসারের হুংকারে সকলে গাড়িতে উঠে পড়েন। ৫ মিনিটের মধ্যে আমরা রওয়ানা করবো। কেউ যদি এই বহরে (এসকর্টে) না যেতে পারেন, তাহলে তাকে বিকালের শিফ্‌টে যেতে হবে। ১০:৩০ টার পর আমরা আর কাউকে এ্যালাউ করবো না। অবশেষে সারিবদ্ধভাবে সব গাড়িগুলো রওয়ানা হলো সাজেক ভ্যালির উদ্দেশ্যে। পথে তিনটি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে থামতে হয়েছে আর রাস্তায় রোলার কোস্টারের মজা শুরু হয় বাঘাইছড়া সেনাবাহিনী ক্যাম্প থেকে। কিছুদূর পর পর আদিবাসীদের বাড়ি ঘর বাড়ির উঠোনে আদা, মেটে আলুর স্তুপ, নারী-পুরুষ বসে বসে হুক্কা টানা আর তাস-লুডু খেলায় মগ্ন। ছোটো ছোটো বাচ্চারা যখন গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে তখন মনে হচ্ছিল ওরা যেন সাজেক-এ আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে।

সাজেক ভ্যালিকে অনেকে "রুইলুই পাড়া" নামেও ডাকে। যাহোক অবশেষে আমরা সাজেক-এ পৌঁছে গেলাম। আগে

থেকেই বুক করা ছিল কটেজ "স্বপ্নচূড়া"। কটেজের বারান্দা থেকে সামনের অবারিত প্রকৃতি দেখতে অসম্ভব ভালো লাগছিল। তারপর লাগেজ রেখে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। গোসল করে গেলাম "পেদা টিংটিং রেস্টুরেন্টে"। সেখানে খেলাম আলুভর্তা, সব্জি, ঘনডাল আর প্রিয় ঐতিহ্যবাহী সেই জিভে জল এনে দেয়া "ব্যাম্বো চিকেন"। নিজ হাতে জবাই করা মুরগী দিয়ে তৈরী সেই ব্যাম্বো চিকেনের স্বাদ ছিলো অতুলনীয়। দুপুরের খাবার শেষ করে সোজা চলে আসলাম কটেজে। রেস্ট নিয়ে বিকালে বের হলাম ঘুরতে। হ্যালিপেডে গিয়ে দেখা পেলাম মেঘের। মূহূর্তের মধ্যে মেঘে ঢাকা পড়ে গেলো। এই দৃশ্য ছিলো অপরূপ। বিকালে হ্যালিপ্যাডের পাশে চা পান করলাম। চায়ের অপূর্ব স্বাদ সাথে প্রকৃতির মেলবন্ধন যা ছিল এক কথায় অসাধারণ। এরপর সেখান থেকে চলে আসলাম কটেজে। তারপর রেস্ট নিয়ে চলে গেলাম ডিনার করতে। ডিনার সেড়ে রাতে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পরলাম কারণ খুব ভোরে উঠতে হবে পরদিন। একদম ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘুম থেকে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা ভাষায় প্রকাশ করার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বারান্দায় গিয়ে দেখি গাছপালা সব মেঘে ঢাকা এবং আমাদের কটেজে মেঘ চলে এসেছে। এই দৃশ্য উপভোগ করে চলে গেলাম কংলাক পাহাড়ে।

কংলাক পাহাড়ের উপর কংলাক পাড়া অবস্থিত। সাজেক মূলত রুইলুই পাড়া এবং কংলাক পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত। কংলাক পাহাড় থেকে লুসাই পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। চারিদিকে পাহাড়, সবুজ আর মেঘের অকৃত্রিম মিতালী চোখে পড়ে। রুইলুই পাড়া হতে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরত্বে এটি অবস্থিত; সাজেক-এর হ্যালিপ্যাড হতে ৩০-৪০ মিনিট ট্র্যাকিং করে কংলাক পাড়ায় যেতে হয়। কংলাক পাড়া থেকে ফিরে চলে গেলাম নাস্তা করতে। নাস্তা করেই কটেজে লাগেজ গুছিয়ে রাখলাম; কারণ, ১০:৩০ এর এসকর্টে আবার ফিরতে হবে খাগড়াছড়িতে। কটেজ চেক আউট করে গাড়িতে উঠে পড়লাম খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে।

সেনাবাহিনীর গাড়ি এসকট দিয়ে নিয়ে আসে সাজেক ফেরত পর্যটকদের। পথে আদিবাসীদের বাজার থেকে পেঁপে, কুল আর আখ কিনলাম। সাথে খেলাম ডাব। এখানকার ডাবে প্রচুর পানি থাকে এবং সেটা স্বাদে বেশ মিষ্টি। দুপুর ০২:০০ টার দিকে খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছালাম এবং দুপুরের খাবার খেলাম "সিস্টেম রেস্টুরেন্ট"-এ। সাজেক ভ্রমণের মধ্যে যতগুলো আকর্ষণ আছে "সিস্টেম রেস্টুরেন্ট" তার মধ্যে অন্যতম। আপনি যদি এখানে না খান, তাহলে আক্ষেপ রয়ে যাবে মনে। উঠলাম হোটেলে। কারণ রাত্রি যাপন করব খাগড়াছড়িতে। আর এভাবেই শেষ হল মেঘের দেশ সাজেক ভ্রমন। সাজেক ট্যুরটি এবার ছিল আমার দ্বিতীয় ট্যুর। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল আমি প্রথমবার যাচ্ছি। কারণ রোমাঞ্চকর অনুভূতিগুলো পূর্বের ভ্রমনের সবস্মৃতি গুলো যেন ভুলিয়ে রেখেছিলো। আর তখনই বুঝতে পারছিলাম আমার এই প্রিয় জন্মভূমি কতসুন্দর! কত সমৃদ্ধ! তাইতো জীবনানন্দ দাশের কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল-

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

লেখক: **মোঃ তাবাচ্ছুম মুরাদ অপু,** সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

ছবি ঘর

কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সম্মেলনে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কমিশনারবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিসিএস ক্যাডার এসোসিয়েশন (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) এর বার্ষিক বনভোজন ২০১৯

১৯তম আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা

বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে কমিশনার মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

২০১৭-১৮ অর্থবছরের হোম কনজাম্পশন খাতে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারী হিসেবে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব খলিলুর রহমান

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০১৮ সালের রাজস্ব হালখাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিডিএ চেয়ারম্যান জনাব আব্দুচ ছালাম

কমিশনার মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মাসিক রাজস্ব সভা

উন্নয়ন মেলা ২০১৮-এ কমিশনার মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৮-এর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় কমিশনার মহোদয় জনাব মোঃ আজিজুর রহমান

উন্নয়ন মেলা ২০১৮-এর স্টলে কমিশনার মহোদয়ের উপস্থিতি

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

২০১৯ সালের প্রভাত ফেরীতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর একাংশ

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে চ্যানেল ২৪ কর্তৃক আয়েজিত টক-শো তে জনাব মোঃ আজিজুর রহমান (কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট) ও জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন চৌধুরী (কমিশনার কাস্টমস হাউস, বেনাপোল)

সিইপিজেড ডিভিশিন কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে কমিশনার মহোদয় ও কর্মকর্তাবৃন্দ

৩০তম বিভাগীয় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ২০১৮ এর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাবৃন্দের উদ্দেশ্যে কমিশনার মহোদয়ের বন্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা

বিটিটিআই কর্তৃক আয়োজিত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

জাতীয় ভ্যাট দিবস র‍্যালি ২০১৭

T.K. Gas & Gas Cylinder Ltd.

দেশেই তৈরি করছে বিশ্বমানের LPG সিলিন্ডার

T.K. GROUP

সিলিন্ডারের উচ্চতা ৫৯২± ২ মি.মি.

নিজস্ব অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় প্ল্যান্টে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত কাঁচামাল এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিরাপত্তা নীতিমালার আলোকে **American Standard specifications DOT-4BA-240** অনুযায়ী এখন নিরাপদ আর সর্বোচ্চ নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় **T.K.** গ্রুপ বাংলাদেশে তৈরি করছে শুধু, মানে অনন্য বিশ্বমানের **T.K. 12.5 Kg LPG Cylinder**

Hydro Testing

Lab Equipment

Mechanical Punching

MIG Welding

Powder Coating

T. K. Gas & Gas Cylinder Ltd. (A unit of T.K. Group)
Main Office: 83 Khatungonj, Chittagong | **Factory:** Latifpur, Pahartali, Chittagong | Mobile: 01711-433742, 01844-135464

KDS

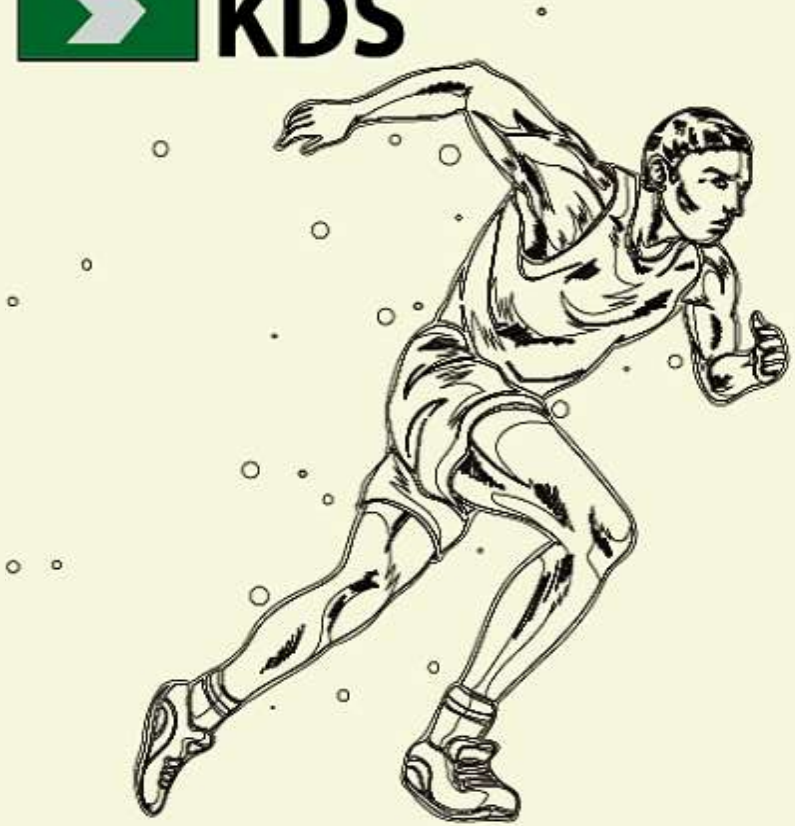

Sports have always been a popular and simple form of entertainment in Bangladeshi culture. Although less known, the country has a rich tradition in sports. These sports were designed not only to be a source of entertainment but also to foster organization, collaboration, and endurance. They helped in promoting healthier lives, enhancing individual skills, and strengthening community life.

From The House of **KDS**

GARMENTING | INLAND CONTAINER DEPOT & LOGISTICS | TRIMS & PACKAGING | SKYS SECURITIES | TEXTILE | INSURANCE | STEEL | BANKING | ENERGY & MINERALS

CORPORATE OFFICE

255, Nasirabad I/A, Chittagong,
4211, Bangladesh.
www.kdsgroup.net

M.B. TRADERS

Indentor, Importer & Supplier

Item:

- Daihan Ink
- UV Ink
- Duplex Board, Grey Back, White Back
- Folding Box Board/Swedish Board/C1S
- Art Card/ C2S Board
- Card Board/Bristol Board/Solid Card/U2S
- Kraft Liner Paper
- Medium Paper
- Sticker Paper
- Fancy Paper
- Color Card
- Creasing Matrix

FSC
www.fsc.org

PROUDLY AFFILIATED WITH

DAIHAN INK | MOORIM | seha corp | NINGBO APP | CHENMING | OJI PAPER | FASSON AVERY DENNISON | Creasing Matrix CHANNEL | Klabin

House # 73/B (Level-3), Road # 6, Banani DOHS, Dhaka - 1206, Bangladesh
Cell : +8801711533018, +8801787654284, +8801711925060
Phone : +88028712492, 8712407, Fax : +8808712428
Email : belal@mb-traders.com, support@mb-traders.com

Chittagong Address : 32, Sughandha R/A, Pachlaish, Chittagong.

Web: www.mb-traders.com

B.N. Shipping Agency & Trading Ltd

Custom Clearing & Forwarding Agent

37,Rajapur Lane (2nd Floor) Anderkilla, Chittagong.

Office Address:

Ayub Trader Center (3rd Floor),
1269/B, Sk. Mujib Road, Agrabad C/A, Chittagong.
Phone: 880-31-2512209-10, Fax: 880-31-2512208.
Email: commercialliberty@gmail.com
Web: www.libertygroupbd.com

With The Best Compliments of

IMRAN ENTERPRISE

Factory :
Plot # 318/1, Ward # 06
D.T. Road, South Mohadevpur
Sitakunda, Chittagong.

Office :
Iqbal Chairman Billa, Ward # 37,
Munsipara, Bandar, Chittagong.

Contact us : 01819-327294, 01869-546416

Company Name	**: XIN CHANG SHOES (BD) LTD.**
Factory Address	**: PLOT NO.: 78-84, COMILLA EPZ, COMILLA.**
Telephone	**: 088 - 081 -72800**
Facsimile	**: 081 -72800**
E-mail	**: bruce.li@goldenchang.com**
Type of Business	**: Footwear Production Business**
Contact Person with Designation	**: Mr. Bruce Li, Chief Executive Officer, Xin Chang Shoes (BD) Ltd., Comilla EPZ, Comilla.**
Name of the Product (s)	**: Leather Footwear**
Image of the Product (s)	
Current Exporting Countries	**: America, Europe, Australia & Asia**

TOGETHER WE EXCEL

順富集團 總經理 何建德

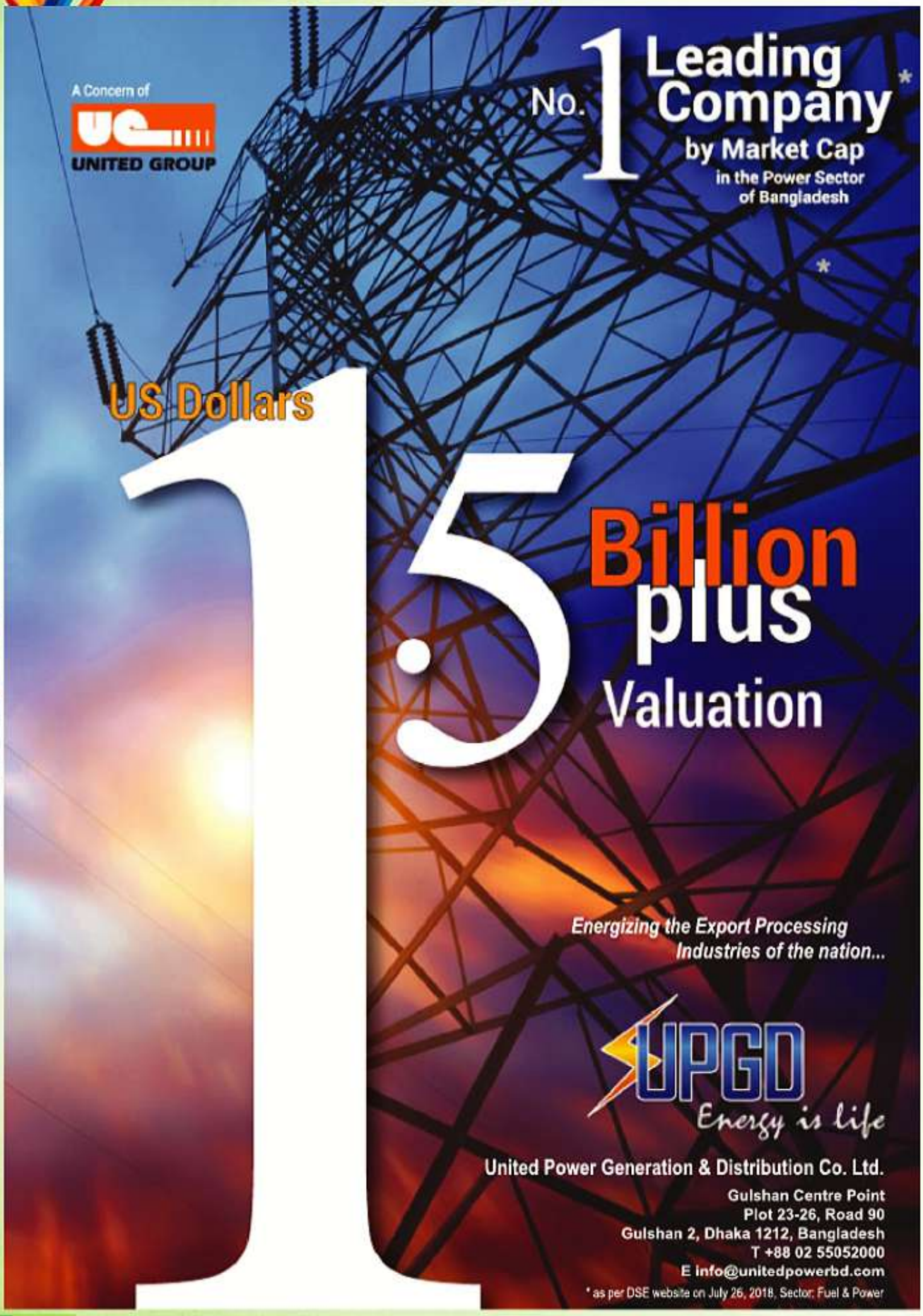
A Concern of
UNITED GROUP
No. 1 Leading Company *
by Market Cap
in the Power Sector
of Bangladesh
*
US Dollars
1.5 Billion
plus
Valuation
Energizing the Export Processing
Industries of the nation...
UPGD
Energy is life
United Power Generation & Distribution Co. Ltd.
Gulshan Centre Point
Plot 23-26, Road 90
Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh
T +88 02 55052000
E info@unitedpowerbd.com
* as per DSE website on July 26, 2018, Sector: Fuel & Power

GSL®

WIN THE WORLD

America
Australia
Asia
Europe
Russia
Middle East

GSL®

GOLDEN SON LIMITED
A PUBLIC LIMITED COMPANY

Chittagong Office/Registered Office:
Khowaj Nagar, P.O.: Ajimpara,
P.S. : Karnafuly, Chittagong, Bangladesh.
Tel. : +880 31 617934, 2864526
Fax : +880 31 610911
inquiry@goldensonbd.com

Dhaka Office:
House No # 10/B, F-1/A, Road No # 90,
Gulshan # 2, Dhaka-1212, Bangladesh.
Tel. : +880 2 55052098-99
Fax : +880 2 55052100
www.goldensonbd.com

JASS ACCESSORIES (BD) LTD.

(100% EXPORT ORIENTED INDUSTRY)

SISTER CONCERN

- Allion Accessories Ltd.
- R S Enterprise
- H S Corporation
- Friends C&F Ltd.

Sen Bari Road, North Kattoli, Pahartali
Chittagong, Bangladesh
E-mail: jassctg1975@gmail.com

OUR PRODUCT & SERVICES

Products

- Printed Poly Beg
- Printed Blister Poly Beg
- Non-Printed Poly Sheet
- Hanger Poly Beg
- Gum-tape
- Price Ticket
- Back Board
- Paper Band
- Nack Board
- Hang Tag
- Bar-code
- Photo in Lay
- Tissue Paper

CLIFTON GROUP

CORPORATE OFFICE
4, JUBILEE ROAD, JIBAN BIMA BHABAN,
CHITTAGONG, BANGLADESH
TEL: (+88)-031-615694,615479,618056, 610232 FAX:
(+88)-031-630764, 639435
E-Mail: info@cliftongroupbd.com

AZIM GROUP

Woven Division (Chittagong) :
49 (Np) Kalurghat Heavy Industrial Area,
Kalurghat, Chittagong, Bangladesh.
Tel : 880-31-670087, 670463, Fax : 880-31-670882
E-mail: anup@azimgroup.com
sharif@azimgroup.com

Woven Division (Dhaka) :
Scout Bhaban (3rd Floor),
70/1, Inner Circular Road, Kakrail,
Dhaka, Bangladesh.
Tel : 880-2-9331119, 9332339,
Fax: 880-2-8312964
E-mail: zahed@azimgroup.com, saha@azimgroup.com

Sweater Division :
12/13 Kalurghat Heavy Industrial Area ,
Kalurghat, Chittagong, Bangladesh
Tel : 880-31-671558, 671103
Fax: 880-31-672067
E-mail: nowsha@azimswtr.com, barua@azimswtr.com

Hong kong Office :
Room No. 612-613,
6TH Floor Chevalier Commercial Centre
No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG.
Tel : 852-2722 6348(4-LINES)
Fax : 852-2722 6120
E-mail: mohi@wrlhk.com, shahin@wrlhk.com

USA Office :
WINNING RESOURCES LIMITED
Suite 400, 347 Fifth Avenue,
New York, NY 10016, USA
Tel: (212) 967 1993
Contact : Karim / Farzeen
Email: karim@wrlusa.com, farzeen@wrlusa.com

ITEMS

Dress Shirts

Sports Shirts

Casual Pants

Dress Pant

Sweater

Sweater

Button

Carton

AZIM GROUP
(SISTER CONCERN)

1. Azim Mannan Garments Ltd.
2. Azim Agro Ltd.
3. Creative Sweater Ltd.
4. Dress Shirts Ltd.
5. Global Garments Ltd.
6. Global Shirts Ltd.
7. Global Fashion Garments Ltd.
8. GK Garments Ltd.
9. Global Outwear Ltd.
10. Global Dyeing & Spinning Ltd.
11. Global Accessories Ltd.
12. Grace Accessories Ltd.
13. Global Steel & Engineering Ltd.
14. Mens Fashion Ltd.
15. Orchid Sweater Ltd.
16. Savar Sweater Ltd.
17. Savar Shirts Ltd.

WORLD CLASS
WATER FILTRATION SYSTEM
Megafresh®
for healthy life
www.megafresh.com.tw
ALKALINE DRINKING WATER
100%
SATISFACTION GUARANTEED
Piggy
Frog
NSF
Water Quality
WQA
BUYIT
Lusal
Corporation
Correspondence Office
Hazi Younus Market (1st Floor) 189/203 CDA Avenue, Muradpur
Chittagong-4212, Bangladesh.
Phone: +88 031-2550182, 657918, Fax: +88 031-655388
Mail : megafresh.bd@gmail.com, lusal.corp@gmail.com

Asian SR Hotel is a new Luxury Hotel in Chittagong city of Bangladesh with 65 exclusive, affordable and prestigious rooms. The Hotel is conveniently located on the heart of Chittagong City center - only 100 meters from Chittagong Main railway station and main Bus Station and within easy reach of top shopping centers, entertainment and the attractive places of Chittagong city. Asian Sr Hotel offers services and facilities to ensure that your stay is pleasant and that you experience the utmost in comforts at all times. Our Hotel provides many first class services and facilities that are in conformance with international standards.

Facilities & Services :

- Air- conditioned rooms.
- Laundry and Dry cleaning service.
- Broadband Internet Connection.
- Own Micro Bus.
- Basement Car Parking.
- Banquet Hall.
- Business Center.
- Restaurant.
- Standby Generator.
- Roof Garden Coffee Shop.
- Departmental Shop.
- Safe Deposit.
- Two Express Elevator.
- Major Credit Cards Accepted.

Asian SR Hotel

Your home, when away

Contact

291, Station Road, Chittagong-4000, Bangladesh

Phone : +880-31-2850346-8 (3 Lines),636383, 637872, Mobile: 01711889555 Fax : +880-31-634881

E-mail : info@asiansrhotel.com, asiansrhotel@yahoo.com

Website : www.asiansrhotel.com

Dhaka Office: Road # 10, House # 68, Block # B, Banani, Dhaka. Phone : 880-2-8826620, 9873196

Design by: Dotcom 031-2552440

With the best
Complements
of

BEPZIA

Bangladesh EPZ Investors' Association
(Central Executive Committee)

CEPZ Investors' Club, 1st Floor (West Wing) CEPZ, Chittagong.
Mobile : 01730598790, E-mail : info@bepzia.org, Website : www.bepzia.org

ONE COMPANY TEAM GOAL

Kenpark & Regency

With the best
Complements
of

A & B
Outwear Ltd

CEPZ, Chattogram

With the best Complements of

SAIMUNA
Accessories Ind.

1319/1320, South Kattali,
Pahartali, Chittagong, Bangladesh.
(Export Oriented Garments Accessories Industry)
Our Product: Corrugated Carton.

১৯ তম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
আন্তঃ ক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯

উপলক্ষ্যে

চট্টগ্রাম ওয়েস্টেজ ব্যবসায়ী সমিতির

পক্ষ থেকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

রেজি: নং- ১১৯৯৭

দক্ষিণ মধ্য হালিশহর
সিইপিজেড গেইট বন্দর, চট্টগ্রাম।

BELLAGIO

WASABI med lounge tapas

Le Soufflé The Deli

For details, please visit:
BTI LANDMARK (level-12), 16 Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh
Cell : +88 01730 333334, Email: reservations@bellagio.com.bd

INFINIA GROUP

Quality over Quantity

INFINIA COMPOSITE TEXTILES LTD.

INFINIA KNITTING & DYEING MILLS LTD.

INFINIA SPINNING MILLS LTD.

INFINIA SYNTHETIC FIBER LTD.

INFINIA CHEMICALS LTD.

SPINNING WEAVING KNITTING PRINTING (AOP)	KNIT DYEING WOVEN DYEING SEWING THREAD FLEECE DYEING	POLYESTER YARN CHEMICAL

Corporate Office: 1712, C & F Tower, Chattogram-4100, Bangladesh, Phone: 031-716779

Factory: Keshabpur, shitalpur Sitakunda, Chattogram, Bangladesh Phone: 031-2780475, 2780741

www.infiniagroupbd.com E-mail: info@infiniagroupbd.com